আন্ধার পানি

বুদ্ধদেব গুহ

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

যখন ঘুম ভাঙল ঙিয়ার তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। রুম কুলারঙাও বন্ধ হয়ে গেছে লোডশেডিং-এর কারণে। মহারাষ্ট্রে এখন ভাল লোডশেডিং হয়।

www.BanglaBook.org

ঘরের মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওরা আছে বাংলোর দোতলাতে। সামনেই নভেগাঁও হ্রদ। পাখির অভয়রাণ্য। তবে এই গরমের প্রথমে পরিযায়ী পাখি নেই। কিছু স্থায়ী বাসিন্দা, কমোন ইগ্রেটস আর করমরান্টস আছে। তাদের অস্ফুট স্বর ভেসে আসছে বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে। আর কোনও শব্দ নেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মতো ঘুটঘুটে নৈঃশব্দ।

টিয়া ঘরে শুধু একাই ছিল। নাগপুরে সেমিনারি হিলস-এ ওয়াটার বোর্ডের গেস্ট হাউসে রাতে ছিল কাল, কলকাতা থেকে রাতের উড়ান-এ এসে। খুব ভোরে উঠেই তৈরি হয়েছিল। প্রদীপদারা যখন গাড়ি নিয়ে এল গেস্ট হাউসে তখন সবে আলো ফুটেছে। সামান্য ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়েছিল। দুটি কালিস ভাড়া করেছে ওরা। এস ইউ ভি নভেগাঁওতে লাঞ্চ-এর আগেই হেসে-খেলে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু মাঝপথে টায়ার পাংচার হওয়াতেই বিপত্তি হল। স্টেপনি যে বুটের মধ্যে ঠিক কোথায় আছে তাই প্রথমত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। যদি বা পাওয়া গেল, তারপর স্টেপনিটাকে কীভাবে বার করতে হবে পেছন থেকে, তা নিয়ে অনেকক্ষণ গবেষণা চলল। তাতেও যখন বুদ্ধি বেরল না তখন হাইওয়ের উপরে অন্য একটি চলমান কালিসকে দাঁড় করিয়ে, তার ড্রাইভারের সাহায্যে স্টেপনি বের করে লাগানো হল। ওদের অন্য কালিসটি আগেই বেরিয়ে গেছিল। টিয়াদের অত দেরি দেখে ওদের বোঝা উচিত ছিল যে, কোনও গন্ডগোল হয়ে থাকতে পারে কিন্তু আগে পৌঁছে সাত আটজনের লাঞ্চের বন্দোবস্ত করতে হবে ক্যান্টিনে। সেই টেনশনেই সঞ্জীবদারা ড্রাইভারকে 'টেনে' চালাতে বলেছিল।

টিয়াদের গাড়িতে স্টেপনিটি লাগিয়ে যখন ওরা নভেগাঁও-এর রাস্তার মুখে এসে পৌঁছল তখন দেখল সঞ্জীবদাদের গাড়ির টায়ারও পাংচার হয়েছে এবং তাদেরও একই সমস্যা।

গাড়ি সার্ভিস করার সময়ে টিয়ার বাবা চিরদিন চাকাগুলো খুলে 'ক্রস' করাতেন। সামনের ডানদিকের টায়ার পেছনের বাঁদিকে লাগাতে বলতেন এবং সামনের বাঁদিকের

www.BanglaBook.org

টায়ার পেছনের ডানদিকে। তাতে টায়ার খোলা এবং লাগানো হত। এবং সবকটি টায়ারই সমান করে ক্ষইত। স্টেপনিও বের করে তাতেও হাওয়া দিয়ে রাখা হত। এই সব ভাড়া গাড়ির ড্রাইভারেরা অত সব করে না বলেই এই বিপত্তি। বিরামহীন ভাড়া খাটে বলে হয়তে সময়ও পায়না।

ওরা নভেগাঁও-এ থেকে কাল সকালে বেরিয়ে নাগজিরা অভয়ারণ্যে পৌঁছবে। অনেকখানি পথ। নাগজিরা পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে যাবে।

আগেই বোধহয় বলেছে, ঘরের মধ্যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এয়ার কন্ডিশন্ড গাড়ি থেকে বেরিয়ে পথের পাশে পাথরে বসেছিল অনেকক্ষণ টায়ার বিভ্রাটের সময়ে। তারপর ক্যান্টিনে নেমেও গাছতলাতেই বসেছিল। ভাল গরম ছিল আর দমক দমক গরম হাওয়া।

BanglaBook.org

সব বিপদে বিপত্তারিণী সুচিত্রাদির সঙ্গে বাসমতী চাল ছিল, আলু এবং গাওয়া ঘি। ওরা যখন পৌঁছেছিল তখন ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে গেছে। ক্যান্টিনের ছেলেগুলিকে 'বাবা বাছা' বলে বকশিস দিয়ে ভাতটা ফুটিয়ে নিয়েছিল প্রদীপদা। কিছু বেগুন ছিল। তা ভাজা করতে বলেছিল। সুঞ্জীবদার সুগৃহিণী সুচিত্রাদির কাছে তরকারীও ছিল চাল, আলু ও ঘি ছাড়া। আলুসেদ্ধ, বেগুন ভাজা এবং গরম বাসমতী চাল দিয়ে যখন লাঞ্চ সারল ওরা তখন প্রায় তিনটে বাজে। টিয়া ওদের অতিথি, তাই নভেগাঁও-এর দোতলা গেস্ট হাউসে তার থাকার বন্দোবস্ত করে ছেলেরা সবাই ক্যান্টিনের পাশের কটেজে চলে গেল। এ ঘরে টিয়া একা আর পাশের ঘরে সুচিত্রাদি এবং মুনমুনদি, তাপসদার স্ত্রী। তাপসদা বড় এঞ্জিনিয়ার, ভারত ইলেকট্রিক্যালস-এ আছেন, আর সঞ্জীবদা চাবুক ফোটোগ্রাফার, আগে একটা বড় কাগজের সঙ্গে ছিলেন। সঞ্জীব গাঙ্গুলি।

গরমের জন্যে জামাকাপড় সব ছেড়ে শুয়েছিল। এয়ার কুলার ও ফ্যান ঘর ঠান্ডা করতে প্রায় আধঘন্টা লাগাল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টিয়া, নিজেই জানে না।

www.BanglaBook.org

সঙ্গে একটি টর্চও নেই। ঘন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে জামাকাপড় পরে অনেকক্ষণ খোঁজার পরে চটি পায়ে গলিয়ে দরজা খুলে নিয়ে যখন বাইরের বারান্দাতে এল তখন বাইরেও ঘোর অন্ধকার। তবে প্রকৃতির মধ্যে, অন্ধকারেও তবু কিছু দেখা যায়। কিন্তু

তখনও আকাশে একটি তারাও ফোটেনি। শুধুমাত্র সন্ধেতারাটি ছাড়া। পাশ্চিমাকাশে যে একক সম্রাটের মতো সবুজে-নীল আলো ছড়িয়ে জ্বলজ্বল করছিল।

বোঝা গেল, সবে অন্ধকার হয়েছে। সামনেই একটি মস্ত চাঁপা গাছ। কাঁঠালি চাঁপা। অজস্র চাঁপাফুল ফুটেছে -- গন্ধে ম ম করছে পুরো বারান্দা।

পাশের ঘর থেকে ওদের গলা শোন যাচ্ছিল। টিয়া ডাকল, সুচিত্রাদি।

ওদিকের ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ শোনা গেল। ওঁরা বেরোলেন।

সুচিত্রাদি বললেন, কত জংলী জানোয়ার আছে কে জানে! তোমার সাহস তো কম নয়। এই অন্ধকারে একা বসে আছ। এই অচেনা অজানা জংলী জায়গাতে।

-- কেন ? জংলী জানোয়ার কি দোতলাতে উঠে আসবে না কি ?

-- চারপেয়েরা হয়তো আসবে না তবে জানোয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয় তো দু'পেয়েদেরই।

-- তা ঠিক।

টিয়া বলল।

মুনমুন বলল, এ দেশে নারী প্রগতি আর নারী স্বাধীনতা এখনও মুখেরই কথা। মেয়েদের ঘরে-বাইরে কত রকমের যে বিপদ অনুক্ষণ, তা মেয়েরাই জানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

-- মহিলা রাষ্ট্রপতি থাকা সত্ত্বেও।

যা বলেছ।

-- আসলে সব পুরুষের মধ্যেই একটি করে জন্তু থাকেই। তারা প্রত্যেকেই মিস্টার জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড। কখন যে জান্তব রূপটি ফুটে বেরোবে তা আগের মুহূর্তেও জানা যায় না।

মুনমুন বলল।

যা বলেছেন।

টিয়া বলল।

তবে একসেপশন অবশ্যই থাকে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে যে কাল নাগজিরাতে আসবে বেনুদাদের সঙ্গে শুনেছি সে একজন অন্যরকম পুরুষ। তুমি ভাগ্যবতী।

মুনমুন গেয়ে উঠল 'এখনও তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশি শুনেছি। মনপ্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।

-- আমার চোখে বালি আছে। এ পোড়া চোখদুটোর যে কোনও পুরুষকেই ভাল লাগে না, মুনমুনদি।

টিয়া বলল।

লাগবে, দিদি লাগব। একসেপশন প্রুভস দ্যা রুল।

দেখা যাক। কোনও কিছুই স্বতঃসিদ্ধ নয়। তাছাড়া, সেই মানুষটির ওতো পছন্দ-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অপছন্দ আছে। আমাকে যে তাঁর ভাল লাগবেই এমন গ্যারান্টি কে দেবে ? তাছাড়া আমাকে তাঁর ভাল লাগলেও আমার যে তাঁকে ভাল লাগবে তারই বা কী গ্যারান্টি আছে ?

দেবেন, দেবেন। মিস্টার প্রজাপতিই দেবেন। দ্যা গ্রেট গ্যারান্টর।

সুচিত্রাদি বললেন।

তারপর বললেন, জানো তো টিয়া ? মহারাষ্ট্রর নাগজিরা অভয়ারণ্য প্রজাপতির জন্যে বিখ্যাত। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে, বিশেষ করে জার্মানী থেকে লেপিডপটারিস্টসরা নাগজিরাতে প্রজাপতি দেখতে এবং ধরতে আসেন। তাই আমাদের ন্যায্য আশা এই যে, এবারে হয় প্রজাপতি টিয়াকে ধরবেন নয় টিয়া প্রজাপতিকে ধরবে।

সুচিত্রার এই কথাতে ওরা সবাই একই সঙ্গে হেসে উঠল।

মুনমুন বলল, প্রদীপদা যে বলে গেলেন ঘুমিয়ে উঠলে চৌকিদার আমাদের চা দেবে এবং সেই চৌকিদারকে তো আমাদের সামনে হাজিরও করে দিলেন। সে মড়া লোকটা কোথায় ?

মুনমুন, তোর গলাতে জোর আছে। গান গাস, আবৃত্তি করিস, নাটকও। তুইই একটা হাঁক দেনা জোরসে।

সুচিত্রাদি বললেন।

মুনমুন চেঁচিয়ে ডাকল চৌ-কি-দা-র।

BanglaBook.org

আয়া মেমসাব।

একটি ক্ষীণ জবাব এল নীচের জমাট বাঁধা অন্ধকার থেকে। তারপর একটি নিভু নিভু লণ্ঠন হাতে করে একজন শীর্ণ এবং রহস্যময় চেহারার মানুষ কাঠের সিঁড়িতে খালি পায়ের ধ্বপ ধ্বপ ধ্বপ ধ্বপ আওয়াজ করতে করতে দোতলার বারান্দাতে উঠে এল।

স্বল্প আলোতে ওরা তিনজনেই দেখতে পেল যে, যে চৌকিদারকে প্রদীপদা চলে

যাওয়ার আগে ওদের সামনে হাজির করেছিল, এ মানুষ সে নয়।

মুনমুন বলল, এ আবার কোন মড়া।

মুনমুনের কথা বলার রকমই অমন। সবসময়ই সে মজা করে।

সুচিত্রা বলল, এই ভর সন্ধেতে মড়া মড়া কোরো না। তাপস বলে গেল না যে, এই বাংলোতে ভুত আছে।

-- ছাড়ো তো আমার বরের কথা। সে নিজে একটা ভুত বলে সব জায়গাতেই ভুত দেখে। ভোপালে বিরাট কোয়ার্টার পেয়েছে -- সেখানে তো একাই থাকে, আমি তো মেয়ের পড়াশোনার জন্যে একবারও যেতেই পারলাম না। তাপস বলে, ভোপালের সেই বাড়িতেও ভুত আছে। একটা নয়, তিন তিনটে।

টিয়া চৌকিদারকে শুধোলো, আপ কওন হ্যায় ?

ম্যায় চৌকিদার হ্যায়।

মহারাষ্ট্রের মুম্বই ও নাগপুরের মানুষ, কসমোপলিটান জায়গা বলে হিন্দিটা, হিন্দি সিনেমার ঢং-এ হলেও, বলে। এবং বোঝাও যায়। কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকাতে হিন্দিতে

BanglaBook.org

তারা আদৌ সড়গড় নয়, পশ্চিমবঙ্গ বা ওড়িশার প্রত্যন্ত এলাকারই মতো।

সুচিত্রা বলল, আমরা যখন দুপুরে এসেছিলাম তখন তো তুমি ছিলে না বাবা। তোমার নাম কি ?

চিঞ্চিকেড়ে ম্যাডাম।

কী নামরে বাবা, চিঞ্চিকেড়ে !

মুনমুন স্বগতোক্তি করল।

হ্যাঁ। মহারাষ্ট্রে এ পদবী আছে।

অভিজ্ঞ সুচিত্রা বলল।

তারা তো বহুদিন আছে মহারাষ্ট্রে। অনেক বেশি জানে শোনে।

দুসরা চৌকিদার কাঁহা গ্যয়ে ?

চিঞ্চিকেড়ে বলল, উসকো ডিউটি পাঁচ বাজে খতম হো চুকা। নভেগাঁও বাজার সে কুছ সমান লে কর উতো ঘর চলে গ্যয়ে। আজ হাট হ্যায় না। ঔর উসকা বিবিকি সালগিড়া ভি হ্যায় আজ।

মুবারক হো। তো যানে কো পহিলে তুমকো চায়ে কে বারেমে কুছ বাতাকে নেহি গয়া ?

-- নেহি তো মেমসাব। কুছ নহী বাতায়া।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

-- মুনমুন বলল, নেহি বাতায়াতো নেহি বাতায়া। তুম আচ্ছাসে চায়ে বানাকে লাও। পটমে লাওগে -- দুধ আর শককর আলগ। আচ্ছা বিস্কিটসভি দেনা। বিস্ক ফার্ম কি বিস্কিট মিলতা ক্যা হিঁয়া ?

চিঞ্চিকেড়ে চিঁ চিঁ করে বলল ইস বাংলোকি একমালামে তো স্রিফ ডাইনিং রুম হ্যায়।

মারাঠীতে একতলাকে একমালা বলে।

সুচিত্রা বলল টিয়াকে।

তারপর চিঞ্চিকেড়ে বলল, বওন-উওন সবহি হ্যায়, গ্যাসভি। মগর সামান কুছভি নেহি হ্যায়।

-- তো কোথায় পাওয়া যাবে ?

-- চিঞ্চিকেড়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মুনমুনের প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে, লন্ঠনটাকে বারান্দায় বসিয়ে রেখে বলল, ঈ লানঠান আপলোগোকি লিয়ে হ্যায়।

সুচিত্রা বলল, উও তো সমঝি মগর হামলোগোনে ক্যা লন্ঠন খায়েগা ঔর মিট্টিকা তেল ?

চিঞ্চিকেড়ে নাচার গলাতে বলল, আপলোগোকি সাথ গাড়ি হোতা থা তো ক্যান্টিনসে সব মাঙ্গা লে তা থা। শামান সবজি ক্যান্টিনমেহি মিলেগা।

-- গাড়ি নেহি হ্যায় তো ক্যা ? তুম জাও না ক্যান্টিনমে, সামান লে কর আও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিরক্তির গলাতে মুনমুন বলল।

-- নেহি মেমসাব। ঐসা হুকুম মত কিজিয়ে। ইস জঙ্গলমে বড়কা বড়কা শুয়ার হ্যায়, বলে, নিজের কোমর দেখিয়ে তাদের উচ্চতা দেখাল। তারপর বলল, দাঁতসে ফাড় দেগা। বাঘ ভি ডরতা হ্যায় উও সব শুয়ারসে। ঝুন্ডকে ঝুন্ড হ্যায়। সামকে বাদ গাড়ি বেগর যানে নেহি সেকেগা।

মুনমুন বলল, দেখলেন সুচিত্রাদি, আমাদের স্বামীদের কনসিডারেশন। টিয়া যে বিয়ে করেনি এবং করবে না বলে ধনুক ভাঙা পণ করেছে, বেশ করেছে। স্বামীদের এই তো সব নমুনা।

আরে আমাদের এই পান্ডববর্জিত জায়গাতেই চিঁ চিঁ করা চিঞ্চিকেড়ের জিম্মাতে চালান করে দিয়ে নিজেরা পাঁচটা অবধি ভদকা খেয়ে এখনও পেট মাদিয়ে ঘুমুচ্ছে। আমরা এই বিদেশ বিভুঁয়ে চিঞ্চিকেড়েদের হাতে বাঁচলাম না মরে থাকলাম তাতে তাদের কি যাচ্ছে আসছে ?

মুনমুন আবার বলল। আমরা মরলেই তো তাদের শান্তি হয়। তড়িঘড়ি কচি মেয়ে দেখে বিয়ে করে নেবে। কথায়ই তো বলে, ভাগ্যবানের বউ মরে।

পিছার বাড়ি। বুঝলি না, হক্কল্ডিরে পিছার বাড়ি লাগানো উচিত। তারপরে না অন্য কথা।

টিয়া ওদের কথোপকথন শুনে মজা পাচ্ছিল। এবং এতই মজা পাচ্ছিল যে বাকরহিত হয়ে গেছিল। সামলে উঠে বলল, পেট মাদিয়ে ঘুমোচ্ছে, ‘পিছার বাড়ি’ এগুলো কী শব্দ।

www.BanglaBook.org

ও তুমি বুঝবে না। ওগুলো আমাদের বাঙালদের ভোকাবুলারি, ভাটপাড়ার বামুনদের জানার কথা নয়। ‘পেট মাদাইয়া’ মানে ভরপেট খওয়ার পর পরমানন্দে আরামে ঘুম যাওয়া। আর পিছা হল গিয়ে ঝ্যাঁটা। ‘পিছার বাড়ি’ মানে ঝ্যাঁটার বাড়ি।

টিয়া খুব জোরে হেসে উঠল ওদের দুজনের কথা শুনে।

অন্ধকার থাকতে থাকতে সকালে উঠে পড়ে ওরা সকলে তৈরি হয়ে নিল।

কাল চা খাওয়া হয়েছিল, তবে অনেক পরে। ছেলেরা ক্যান্টিন থেকে পাকৌড়া-টাকৌড়া ভাজিয়ে নিয়ে এসেছিল, দুধ চিনি চাও। সাড়ে সাতটাতে চা খাওয়ার পরে ওরা হুইস্কি-টুইস্কি খেল। সুচিত্রাদি একটু খেল। মুনমুন খায় না। টিয়া খায়, পার্টি-টার্টিতে -- তবে সকালে শ্যান্ডি আর রাতে একটা রেড বা হোয়াইট ওয়াইন। ওয়াইন

কেউই আনেনি, তাই টিয়া কিছু খেল না।

তারপর গল্প ও গান করে সন্ধেটা খুব জমে গেছিল। শুক্লপক্ষ, তবে অষ্টমী নবমী। চাঁদ উঠেছিল। চাঁপা গাছ থেকে গন্ধের বন্যা বইছিল।হ্রদের উপর থেকে জল আর ইগ্রেটস আর করসোরান্টসদের ডানার আঁশটে গন্ধ বয়ে একটা জোর মন-কেমন-করা হাওয়া বইছিল। রাত যত গভীর হচ্ছিল পাখিদের অস্ফুট আওয়াজ ততই জোর হচ্ছিল। তাদের অস্ফুট কথা হ্রদের উপর দিয়ে আসা জোর হাওয়াতে এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছিল ওদের খসে-যাওয়া পালকেরই মতো।

দুটি কালিস এ মজা করতে করতে ওরা সন্ধের মুখে মুখে নাগজিরাতে গিয়ে পৌঁছল। বনবিভাগের নাকাটি পেরিয়ে অনেকখানি ভিতরে গিয়ে সই-সাবুদ করতে হয়। এন্ট্রি করতে হয়। তার কারণও আছে। বাইরের নাকাটি একেবারে হাইওয়ের উপরে। হাইওয়ে আর জঙ্গলের ভিতরের চেকপোস্ট-এর মধ্যে কিছুটা তফাৎ অবশ্যই থাকা দরকার।

www.BanglaBook.org

গেটে প্রদীপরাও বেণু গাঙ্গুলির গাড়ির নাম্বার দিয়ে এল এবং আসার আনুমানিক সময়ও। বেণুদা তার সুন্দরী এবং প্রাণবন্ত রসিকা স্ত্রী জয়াদিকে নিয়ে আসছেন তাঁদের ওপেল গাড়িতে। সঙ্গে জয়াদির কাজিন রুদ্রপলাশ এবং কৌশিকদার সুন্দরী স্ত্রী ঝিনুক। ঝিনুক, কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে কলকাতাতে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শেখেন -- তিনি প্রায়ই কলকাতাতে যান সে কারণেই।

সব শুদ্ধ বিরাট দল হয়ে যাবে সবাই এসে পড়লে।

টিয়া যে সমাজের মেয়ে, সে সমাজে মেয়ে 'দেখতে যাওয়ার' রেওয়াজ নেই। মেয়ের বাড়ি গিয়ে সিঙারা রসগোল্লা খেয়ে, মেয়ের চুল খুলিয়ে, হাঁটিয়ে, তাকে দিয়ে গান গাইয়ে তারপরে 'পছন্দ হল না' বলে চলে আসার মতো প্রাগৈতিহাসিক এবং লজ্জাকর প্রথা আজকাল অধিকাংশ শিক্ষিত ও আলোকপাত্র পরিবার থেকেই উঠে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলে এবং মেয়ে নিজেরাই নিজেদের জীবনসাথী নির্বাচন করে। তবুও প্রাথমিক আলাপটা করানোর জন্যে অনেক সময়েই আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এখনও হয়। ভবিষ্যতে হয়তো তারও আর প্রয়োজন হবে না।

বাংলাতে একটা প্রবাদ আছে না ? 'অতি বড় বরণী না পায় বর, অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর'। টিয়ার হয়েছে সেই অবস্থা। যদিও বর এবং ঘরের সংজ্ঞা এখন পুরোপুরিই বদলে গেছে তবুও এখনও পুরনো প্রথা ও মূল্যবোধ জড়িয়ে-মড়িয়ে আছে যেন।

ওদের গাড়ি দুটো একটা মস্ত গাছের নীচে সিমেন্ট বাঁধানো গোল বেদীর পাশে দাঁড় করাল। মেয়েরা তিনজনেই গাড়ি থেকে নেমে সেই বেদীতে বসল। ছেলেরা চলে গেল ক্যান্টিনে ফর্মালিটিজ কমপ্লিট করতে। এতখানি পথ এসে হাত-পা ধরে গেছে। দুপুরে অবশ্য একবার খেতে নেমেছিল ধাবাতে। তখন যা হাত পা ছড়ানো হয়েছিল একটু। টয়লেটেও গেছিল, তবে অসম্ভব নোংরা। বমি পেয়েছিল দুর্গন্ধে। টয়লেটে এখনও একবার যাওয়া খুবই দরকার। জায়গাটা ন্যাড়া। জঙ্গুলে হলে তারা জঙ্গলে চলে যেতে পারত। টিয়া ছাড়া ওদের দুজনেরই অভ্যেস আছে জঙ্গলে যাওয়ার, জঙ্গলে ঘুরে

www.BanglaBook.org

ঘুরে। টিয়ার হয়তো অসুবিধে হত।

একটা যুবক নীল গাই ক্যান্টিনের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে যা খেতে দিচ্ছে তাই খাচ্ছে। কোনও বাছ-বিচার নেই।

সুচিত্রাদি বলল, একে আগেরবার এসেও দেখেছিলাম। তখন আর একটু ছোট ছিল। একে বাচ্চাবস্থায় এই ক্যান্টিনে কাজ করা ছেলেরা জঙ্গলে পরিত্যাক্ত অবস্থায় পায়। তারপর তাকে ক্যান্টিনে নিয়ে এসে পোষে। তার নাম দিয়েছে রাজা। সবসময়েই ছাড়াই থাকে। ঘুরে বেড়ায়। এখন সে পূর্ণ যুবক। তার সঙ্গিনীর প্রয়োজন এখন টিয়ারও যেমন একজন সঙ্গীর দরকার। কিন্তু ওকে তিন-চারবার জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসে দেখেছে ক্যান্টিনের ছেলেরা যে ও প্রতিবারেই ফিরে আসে। মানুষের সঙ্গেই ও খুশি থাকে। জঙ্গলকে ও চেনে না, জানে না, তাই সেখানে তার অনেক গোষ্ঠী থাকলেও সেখানে থাকতে যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না এবং হয়তো ভয়ও পায়।
মুনমুন বলল, যেবার পুব আফ্রিকার তানজানিয়ার সেরেঙ্গেটিতে গেছিলাম তখন সেরোনারা লজ-এ সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময়ে একটা জিরাফ রোজ গরাদহীন জানলার মধ্যে দিয়ে বাইরে থেকে মুখ বাড়াত। একটি উটপাখি এবং একটি জিরাফ সেরোনারা লজ-এর কর্মচারীদের পোষা হয়ে গেছিল। রাতেও তারা আশেপাশেই থাকত এবং লজ-এর চতুর্দিকে সিংহদের একটি মস্ত দল থাকা সত্ত্বেও তারা কখনওই তাদের খায়নি।

তোমরা অনেক জঙ্গলে গেছ না মুনমুনদি ?

টিয়া বলল।

আমি একা কেন ? আমাদের কর্তারা সকলেই জঙ্গল পাগল। ছুটি-ছাটা থাকলেই এরা বেরিয়ে পড়ে কাছে-দূরে। আমরাও ওদের সঙ্গে ঝুলে পড়ি। ভারতবর্ষের জঙ্গল খুব কমই বাকি আছে। পুব আফ্রিকাও দেখা হয়েছে, কিনিয়া তানজানিয়া। একবার পশ্চিম আফ্রিকাতে যাওয়ার খুব ইচ্ছে আছে আমাদের সকলের। আমাজন আর কঙ্গোর

www.BanglaBook.org

অববাহিকার জঙ্গল দেখব -- ওই দুই নদীতে লঞ্চে বিহার করব। তবে অনেক খরচ এবং সময়ও লাগবে অনেক। কবে হবে জানি না।

সুচিত্রা বলল, ছানাপোনারা প্রায় বড় হয়ে উঠেছে। আমাদের দুজনেরই একটি করে মেয়ে। যদিও স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পাবে এ বছরই। আর তিন-চার বছরের মধ্যে হয় পায়ে দাঁড়াবে, নয় বিয়ে করবে। আমার মেয়ে তো পড়াশোনা শেষ করার আগেই বিয়ে করে ফেলল।

মুনমুন বলল, প্রেমে পড়ে গেল, আর কী হবে। অমন হ্যান্ডসাম মারাঠী ছেলে, বড়লোক পরিবারের। সুচিত্রাদির তো নাতি হয়ে গেছে। সে যে কী সুন্দর হয়েছে, কী বলব।

-- সে কী। এরই মধ্যে ঠাকুমা। বলেন কি সুচিত্রাদি। সিনিয়র বাই ওয়ান জেনারেশন।

BanglaBook.org

টিয়া বলল।

-- কী করা যাবে। যা হয়েছে তা ভালই হয়েছে। তবে কথাটা কি জানো টিয়া ? বিয়ে করা ব্যাপারটা অনেকটা সাঁতার না জেনে নদীতে ঝাঁপাবার মতন। বুঝে শুনে অনেক ভেবেচিন্তে বিয়ে কখনওই করা যায় না।

-- তা করলেও সুখী হওয়া না-হওয়া তো উপরওয়ালারই হাতে। এ ব্যাপারে কারোরই কোনও হাত নেই। ঈশ্বরের দয়া থাকলেই শুধু সুখী হওয়া যায়।

টিয়া বলল, দেরি করলে সত্যিই নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার সাহসটাই উবে যায়। তবে বিয়েটা এখন আর অবশ্য কর্তব্য নেই। কোনও মেয়েই আর আজকাল অরক্ষণীয়া নয়। সেই সব মান্ধাতার আমলের ধ্যানধারণা মুছে গেছে। মেয়েরা স্বাবলম্বী ও সচ্ছল হওয়ার পরে অনেকেই বিয়ে করতে চায় না, এবং দেখা গেছে করলেও তা কিছুদিনের

মধ্যেই ভেঙেও যায়। আমার সহপাঠীদের মধ্যে যাদেরই বিয়ে হয়েছে তাদের মধ্যে অর্ধেকের ডিভোর্স হয়ে গেছে। কারও কারও সন্তানও আছে। কেউ কেউ দ্বিতীয়বার বিয়ে করে সুখীও হয়েছে। কেউ বা করেইনি।

তারপর বলল, আজকাল একটা ট্রেন্ড এসেছে, অধিকাংশ বাঙালি মেয়েই, যারা খুব ভাল কাজ করে এবং হাইলি কোয়ালিফায়েড, তারা অবাঙালি ছেলেদের বিয়ে করছে। কেন বলুন তো ?

-- মুনমুন বলল, কেন তা ভেবে দেখিনি। তবে ভালই তো। ইন্টিগ্রেশন অফ ইন্ডিয়া এর চেয়ে ভাল আর কী ভাবে হতে পারত ?

দুটি গাড়িই এবারে ফর্মালিটিজ কমপ্লিট করে ফিরে এল -- ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। তবে পাতলা অন্ধকার। রাত নামেনি এখনও। আকাশময় তারা ফুটেছে। শুক্লপক্ষ হলেও চাঁদ দেরি করে উঠবে। এদিকে জঙ্গল নেই। ছাড়া ছাড়া গাছপালা। ডালপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে তারারা ঝিকমিক করছে।

BanglaBook.org

কালিস গাড়ি দুটো অতিথিশালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অতিথিশালাটা দোতলা। ওরা সবাই দোতলাতেই থাকবে। একতলাতেও ঘর আছে গোটা চারেক। বসবার ঘর-কাম-ডাইনিং রুম। একটা ছোট কিচেনেট বা প্যান্ট্রি আছে। খাবার, ক্যান্টিন থেকে নিয়ে এসে গরম করার জন্যে। ক্যান্টিনটা হোটেল নয়। নিয়মে খোলে নিয়মে বন্ধ হয়। দুটি মারাঠি ছেলে চালায়, দুই ভাই। একজন বিয়ে করেছে, অন্যজন করেনি। বড়জন কাজ শেষ করে ক্যান্টিন বন্ধ করে মোটর সাইকেলে করে জঙ্গলের মধ্যের পথ দিয়ে তাদের গ্রামে গিয়ে চান খাওয়া করে বউকে নিয়ে ঘুমোয়। পরদিন সকালে আবার আসে। কখনও ছোট ভাইও যায়। নীল গাইটা সারা রাত ক্যান্টিনের হাতার মধ্যে রাজার মতোই ঘুরে বেড়ায়, যেন বিনা মাইনার পাহারাদার। তারপর শেষ রাতে একটি পাইঁসার গাছের নীচে কুন্ডলি পাকিয়ে শুয়ে থাকে। শীতের রাতে, বাইরে যে আগুন জ্বলে তার পাশে শোয় একটু উষ্ণতার জন্য। কী মানুষ, কী পাখি সকলেই একটু উষ্ণতা খোঁজে। কেউ মা-ববার কাছ থেকে, কেউ প্রেমিক বা প্রেমিকার কাছ থেকে,

www.BanglaBook.org

স্বামী বা স্ত্রীর কাছে থেকে -- কেউ বা গৃহপালিত কুকুর বেড়াল বা এই নীলগাইটির মতো বারোয়ারি পোষ্য অথবা বারাঙ্গনার কাছ থেকে। মানুষ যেমন উষ্ণতা খোঁজে তেমন প্রাণীরাও খোঁজে। সকলেই জোড়ায়, বা দলে থাকে একমাত্র বাঘ ছাড়া। বাঘ কোনও বিপরীত-লিঙ্গীর সঙ্গ পছন্দ করে না। তারা একক সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী। শুধুমাত্র শরীরের খিদে যখন তীব্র হয় তখন শরীরের খিদে মেটাবার জন্যেই তারা কয়েকদিনের জন্যে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়। তারপরই জুদা হয়ে যায়।

গাড়ি থেকে সব মালপত্র নামিয়ে ড্রাইভারেরা চলে গেল। ক্যান্টিনে চা খাবে তারপর রাতের খাওয়া খেয়ে গাড়িতেই শুয়ে থাকবে। ভোর চারটেতে আসবে গাড়ি নিয়ে। দুটি গাড়িতেই একজন করে গাইড নিতে হবে। তাদের ভাল টাকাও দিতে হবে। তারা বনবিভাগের কর্মচারী নয়, আশেপাশের গ্রামের মানুষ। সিজন-এ অনেকই ট্যুওরিস্ট আসে, এদের রোজগারও ভাল হয়, বাঘ-টাঘ দেখলে কোনও দিলদরিয়া দেশি-বিদেশি ট্যুওরিস্ট ভাল বকশিসও দিয়ে যান। এই ভাবে জঙ্গলের ও গ্রামের মানুষদের কিছু সাশ্রয় হয়। বনের মধ্যে অবশ্য গ্রাম বিশেষ নেই, প্রদীপ মৈত্র দাদা বলছিলেন। অধিকাংশ গ্রামকেই বনবিভাগ অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছে মধ্যপ্রদেশের কানহাতে যেমন করা হয়েছে, তেমন।

BanglaBook.org

সুচিত্রাদিই চা করলেন। লপচু চা, দার্জিলিং-এর বাগানের। সঙ্গে বিস্ক ফার্ম-এর বিস্কিট। বিস্ক ফার্ম-এর বিস্কিট খেতে গেলেই বিস্ক ফার্ম-এর মালিক কে ডি পাল-এর মেজদা এইচ কে পাল-এর পুত্রবধূ ফ্যাশন ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পালের চেহারাটা মনে পড়ে টিয়ার। বিস্কিটগুলো আরও স্বাদু মনে হয়। অগ্নিমিত্রা দেখতেই শুধু সুন্দরী নয়, মেয়েটিও ভারি ভাল, কোনও ন্যাকামি নেই, হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রান্সপারেন্ট।

চা খেয়ে, টিয়া চানে গেল। তাকে অনার্ড গেস্ট হিসেবে দোতলার সবচেয়ে ভাল ঘরটি দেওয়া হয়েছে। মস্ত ঘর। সোফা আছে বসার জন্যে, চেয়ারও। আর বিছানাতে চারজন মানুষ অনায়াসে শুতে পারেন। হানি-মুনিং কাপলসরা এবং দল বেঁধে ছেলে বা মেয়েরাও নিশ্চয়ই আসে এখানে।

এই দোতলা বাংলোর সামনেই, তবে একেবারে গায়ের উপরে নয়, একটি বেশ বড় জলাশয় আছে। হয়তো প্রাকৃতিক জলাশয় ছিল, বনবিভাগ তাকে খুঁড়ে আরও বড় করেছে। তার চারপাশে অন্ধকার নামতেই একটি একটি করে বন্যপ্রাণী এসে জড়ো হচ্ছে। এপ্রিলের প্রথম, কিন্তু এখনই বেশ গরম। সারা দিন জঙ্গলের মধ্যে গরমে কাটিয়ে এখন বেলা পড়ে যাওয়ার পরে তারা গ্রামের মেয়েদের মতো জলকে এসেছে।

সুচিত্রাদিরা বলছিল, সারা রাত এই জানোয়ারদের ডাকে ঘুমোতে পারবে না। পারবে, যদি তাদের ডাককে ঘুমপাড়ানি গান মনে করো। ভারতীয় বাইসন বা গাউর, নীল গাই, শম্বর, চিতল হরিণ, কোটরা হরিণ বা বার্কিং ডিয়ার, বন শুয়োর, সজারু, আরও সব প্রাণী। নানান জাতের সাপ আর পাখিরা আসে সন্ধের আগে। একেকজনের জল খাওয়ার কায়দা নাকি একেকরকম। তবে মাংসাশী প্রাণীরা এখানে আসে না বিশেষ, এলে অবশ্য তৃণভোজীরা এমন নিঃসঙ্কোচে আসতে পারত না। এলেও একেবারে শেষ রাতে তারা কেউ এসে জিভ দিয়ে চাক্ চাক্ চাক্ চাক্ শব্দ করে চেটেপুটে জল খেয়ে যায়।

নাগজিরার এই অভয়রাণ্যে মাংসাশী বলতে অনেকরকমই প্রাণী আছে। বড় বাঘ, লেপার্ড, নেকড়ে, জংলী কুকুর, হায়েনা, সিভেট ব্যাট, শেয়াল, লেপার্ড ক্যাট ইত্যাদি।

BanglaBook.org

টিয়া, সুচিত্রা আর মুনমুনকে জিজ্ঞেস করেছিল, হাতি ? হাতি নেই এই জঙ্গলে ?

ওরা দুজনেই বলেছিল, হাতি নেই। শুধু মহারাষ্ট্রেই নয়, মধ্যপ্রদেশেও হাতি নেই। কারণ প্রাণীতত্ত্ববিদেরাই বলতে পারবেন। তবে মনে হয়, জলের অভাবই আসল কারণ। হাতিরও অনেক জলের প্রয়োজন হয়, খেতে, চান করতে, গা ডুবিয়ে বসে থাকতে, কেলি করতে।

টিয়া লন্ঠনটাকে একটা ছোট টুলের উপরে বাথরুমের কোণায় বসিয়ে রেখে অন্য একটা টুলে বসে বালতিতে জল জমিয়ে চান করল ঘটি দিয়ে। অ্যালুমিনিয়মের অদ্ভুত দর্শন ঘটি দিয়ে চান করে মারাঠীরা। মাগ ব্যবহার করে না। ইলেকট্রিসিটি তো নেইই,

www.BanglaBook.org

মাগও নেই। ভয় করছিল সাপ বা বিছে না চলে আসে। প্রদীপদা বলছিলেন, প্রজাপতির জন্যে যেমন বিখ্যাত মহারাষ্ট্রের নাগজিরা অভয়ারণ্য তেমনই নানা বিছে ও ট্যারেন্টুলা জাতীয় প্রাণীর জন্যেও কুখ্যাত। অনেক লেপিডপটারিস্টস বিভিন্ন সময়ে মারা গেছেন নাকি ওদের কামড়ে। নানারকম বিছেও আছে নাকি, সেন্টুরোডস, টিটিয়ার্স, লিউটরাস এরকম আরও অনেক রকম। ওদের বিষ নিউরোটক্সিক, কারডিওটক্সিক, হোমোলিটিক, লেসিথিনাস ইত্যাদি প্রকারের। এদের কামড়ে খুবই যন্ত্রণা হয়, ঘাম হয়, শরীর অস্থির করে, লালা বেরোতে থাকে মুখ দিয়ে। বিভ্রান্ত করে দেয় কষ্টতে, বমি হয়, বুকে ব্যথা হয়, শরীর অসাড় হয়ে যায় এবং অবশেষে মৃত্যুও হয়।

ছেলেবেলা থেকে বিজলি বাতিতেই অভ্যস্ত -- তাই লণ্ঠনের মিটমিট আলোতে গ ছম ছম করছিল। গিজারও নেই। তবে এখন যা গরম তাতে গরম জলের প্রয়োজনও নেই।

BanglaBook.org

চান করতে করতে নানা ভাবনা আসছিল টিয়ার মনে। নাগপুর থেকে বেণুদাদের সঙ্গে যে এন আর আই ছেলেটি আসবে সে কেমন কে জানে! বলছে বটে ছেলে কিন্তু বয়সে সে টিয়ার থেকে সাত-আট বছরের বড়। তার সঙ্গে রুচি, মানসিকতা, শিক্ষা-দীক্ষার মিল কি হবে? সে কি টিয়ার মতো গান ভালবাসে, রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত?

বিয়ের কথা মনে হতেই মন বড় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। অনেকদিন ধরে কারও সঙ্গে আলাপ থাকলে অন্য কথা। কিন্তু হঠাৎ করে কোনও পুরুষের সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হওয়ার কথা ভাবলেও গা ঘিনঘিন করে। মেয়েরা নিজেদের শরীরের নানা সুন্দর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রথম কৈশোর থেকে যে সচেতনতার সঙ্গে সামলে লালন-পালন করে একদিন সে সব তার দয়িতকে গভীর প্রেমের সঙ্গে নিবেদন করবে বলে, সে সব যদি সহসা মথিত ও দলিত হয় তবে সে এক দুর্ঘটনা হবে। অধিকাংশ মেয়েই রোমান্টিক এবং অধিকাংশ পুরুষই আনরোম্যান্টিক। ব্যতিক্রম অবশ্য থাকে কিন্তু ব্যতিক্রমই নিয়মকে প্রতিপন্ন করে।

যাদের সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় সে সব মেয়ের উপায় থাকে না। কত এন আর আই ছেলে

www.BanglaBook.org

দেশে সাতদিনের জন্যে উড়ে এসেই কোনও মেয়েকে বিয়ে করে ফিরে যায়। খুব জানতে ইচ্ছে করে টিয়ার, তাদের দুজনের শারীরিক, মানসিক মিলনটা ঠিক কী রকম হয়। ওই সব বিয়ের কথা শুনলে আগেকার দিনের 'অরক্ষণীয়া' মেয়েদের কথা মনে পড়ে যায়। বাবা-মা-দাদারা মেয়েকে ঘাড় থেকে নামাতে পারলেই যেন বাঁচে। অনেক মেয়ে আবার বিলেত আমেরিকাতে যেতে পারলে ধন্য হয়ে যায়। এই আদিখ্যেতা ও হীণমন্যতা থেকে কবে আমাদের মুক্তি হবে কে জানে। বিলেত আমেরিকাতে তো সে একাধিকবার গেছে, সেখানের টাকা-সর্বস্ব হাবভাব, টাকার পেছনে ইঁদুর দৌড় এবং জীবনযাত্রা দেখে ভাল লাগেনি টিয়ার। 'একলা হাতে একলা পাতে খাইতে বড় সুখ' এই প্রবচনে ওর বিশ্বাস নেই। ভারতীয়র মধ্যে যাঁরা দেশে বসবাস করেন তাঁদের উষ্ণতা অনেক বেশি। টাকাই তাঁদের জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র নয়। তবে শিল্পায়নের প্রকোপে এখানেও পশ্চিমী হাওয়া লাগছে ধীরে ধীরে, সেটা দুঃখজনক।

বিয়ে মানে মনের মিলন যেমন শরীরের মিলনও বটে। যার তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করার কথা টিয়া ভাবতেও পারে না। মেয়েদের শরীর এক গভীর গোপন দুর্মূল্য ফুল, সেই পদ্মবনে যার তার প্রবেশাধিকারের কথা সে ভাবতেও পারে না। অনেক মেয়েকে ফুলশয্যার রাতের পরদিন সকালে দেখে মনে হয়েছে কাল 'রজনীতে ঝড় বয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে'। 'বয়ে' গেছে না 'হয়ে' গেছে ঠিক মনে নেই। চান করে বেরিয়ে লন্ঠনটাকে দূরে রেখে বেশ কিছুক্ষণ জানালার পাশে বিবস্ত্র হয়েই বসে থাকল সে। শরীর স্নিগ্ধ হয়েছে। সাবানের গন্ধ উঠছে শরীরের নানা গুহা বন্দর থেকে। ভাল করে পাউডার ছিটিয়েছে সারা শরীরে এবং ইউ-ডি-কোলোন।

নানা জানোয়ারের ডাক ভেসে আসছে 'নিলয়'-এর সামনের জলাশয় থেকে। চাঁদ এখনও ওঠেনি, তবে উঠবে একটু পরে। তারায় ভরে গেছে আকাশ। এই রকম বনে এলে অথবা সমুদ্রতীরে, যেখানে দূষণ নেই, সেখানে অনেক স্যাটালাইটও দেখা যায়। যেহেতু তারা, তারা বা গ্রহদের থেকে অনেক কাছে থাকে তাদের অনেক স্পষ্ট দেখা যায়। তারাদের পরিক্রমা খালি চোখে তেমন বোঝা যায় না কিন্তু এই সব কৃত্রিম উপগ্রহর পরিক্রমা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। বেশ লাগে দেখতে।

এখন একটা হাওয়াও ছেড়েছে বনের গভীর থেকে বনমর্মর তুলে। বাইরে থেকে

সুচিত্রাদি ডাকলেন, কী গো টিয়া ? গায়ে হলুদের চান করছ নাকি ? আমরা সবাই নীচের বারান্দাতে গিয়ে বসছি। তৈরি হয়ে চলে এসো।

আসছি, সুচিত্রাদি। বলে, টিয়া আস্তে আস্তে জামাকাপড় পরে নীচে যাবার জন্যে তৈরি হল। কাল থেকে অনেক মানুষের সঙ্গে রয়েছে তাই একটু একা থাকতে ভাল লাগছিল ওর। এ এমনিতেই একাকিত্ব ভালবাসে।

স্যুটকেস খুলে একটা পলাশ-রঙা চান্দেরি শাড়ি বের করল আর কুসুমপাতার মতো কালচে লাল ভয়েলের ব্লাউজ। রুদ্রপলাশ আসছে, তারই সম্মানে।

সারা শরীরে আবার পাউডার মেখে, শাড়ি জামা পরে কানের লতিতে, বুকের খাঁজে, বগলতলিতে পারফ্যুম লাগিয়ে নীচের বসবার ঘরে এল। দেখল ওরা সকলে বাইরে রেলিং দেওয়া খোলা বারান্দাতে বসে আছে। ছেলেরা হুইস্কি খাচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে দুজনেই শ্যান্ডি।

-- মুনমুন বলল, বাবাঃ। তুমি কি গায়ে হলুদের চান করে এলে ?

টিয়া হেসে বলল, এ কথা সুচিত্রাদিও বললেন।

-- তাপসদা বলল, যা সুগন্ধ উড়ছে, আজকে ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গেই নিশিযাপন করি।

-- মুনমুনদি বলল, ইচ্ছে তো করবেই। অনাঘ্রাতা ফুল, কার না ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।

-- টিয়া বলল, অনাঘ্রাতা ফুলে কিন্তু বিষাক্ত পোকাও থাকে। যা করবেন, ভেবেচিন্তে করবেন।

BanglaBook.org

ওরা সকলেই হেসে উঠল টিয়ার কথায়।

সঞ্জীবদা বলল, কন্যা আমাদের রসিক আছেন। রসবোধ একটা মস্ত বড় গুণ।

প্রদীপদা বললেন, তা ঠিক।

সুচিত্রাদি বললেন, সে বারে হয়নি, চলো এবারে সকলে মিলে গোখুরি পাহাড়ের মাথাতে কাপালাদেব-এর মন্দিরে পুজো দিয়ে আসি।

-- তাহলেই হয়েছে। তোমার হাঁটুতে না আর্থারাইটিস-এর ব্যথা।

-- তা বটে। তবে এখন পথ-চলতি মহিলাদের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখো, কজনের পায়ের খুঁত নেই তা দেখে বলো তো। কারও গন্ডগোল হাঁটুতে, কারও গোড়ালিতে, কারও বা পায়ের পাতাতে।

BanglaBook.org

-- সেটা ঠিক।

তাপসদা বললেন।

তারপর বললেন, বেণুদারা কখন এসে পৌঁছবেন কে জানে। শুতে শুতে বেশি রাত হলে অন্ধকার থাকতে থাকতে জঙ্গলে বেরোনো যাবে না। ড্রাইভারেরা, গাইডেরা সব চারটে থেকে হাজির থাকবে। দেরি হলে গেমসও দেখা যাবে না।

-- বেণুদার কথা। লেট-লতিফ নাম্বার ওয়ান। তবে, সঙ্গে জয়া থাকবে এই বাঁচোয়া। জয়া সময় সম্বন্ধে খুবই পার্টিকুলার। জয়া এলে আমাদের আড্ডা জমে যাবে। খুবই প্রাণোচ্ছ্বল আর রসিক মেয়ে সে। বেণুদা তো বুড়োর পর্যায়ে চলে গেছে।

সঞ্জীবদা বললেন।

বেণুদাকে বুড়ো বোলো না। চোখ পিটপিট করে কথা বলে বটে কিন্তু গডস গুড ম্যান। হি ইজ আ জলি গুড ফেলা। খুবই সরল এবং ভাল মানুষ। ওকে মিসজাজ করলে অন্যায় করবে।

প্রদীপ মৈত্র বলল।

সুচিত্রাদি বললেন, চুল সাদা হলে কী হয়, অন্য সব ব্যাপারে যথেষ্ট ইয়াং।

টিয়ার বিবাহিতা মহিলাদের এই সব রসিকতা হজম হয় না। সেও বিবাহিতা হলে হয়তো নিজেও করবে।

আমাদের কনে তো সাজুগুজু করে একেবারে তৈরি। এখন বর কখন আসে দেখা যাক।

-- মুনমুন বলল।

-- প্রদীপ বলল, এই মুনমুন কী হচ্ছে। টিয়া কিন্তু চটে যাবে।

-- চটে যাওয়ার কী আছে প্রদীপদা ? আগে দেখাই যাক, বর না বর্বর। আমি তো আর লজ্জামুখী লতা নই। আমি হচ্ছি বিছুটি। যাদের সঙ্গে একবারও গা ঘষেছি তারাই জানে।

ওরা সকলেই হেসে উঠল টিয়ার কথাতে।

তাপসদা বললেন, তা জয়ার কাজিনের নামটা কি ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

-- নামটা দারুণ।

প্রদীপ গাঙ্গুলি বলল।

-- কি ? তাই বলো না ?

মুনমুন বলল, রুদ্রপলাশ।

টিয়া নামটা আগেই শুনেছিল, তাই চুপ করে রইল।

প্রদীপ মৈত্র বললেন, নাম রুদ্রপলাশ তায় পদবী রুদ্র। রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি এই সব কী আছে না একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতে ?

মুনমুন বলল, গান নয়, কবিতা। আপনি তো রবীন্দ্রসঙ্গীতের পোকা, রবীন্দ্রনাথের কবিতাও যে এমন ঠোঁটস্থ করে রেখেছেন তা তো জানতাম না।

পোকা হলে কী হয়, গলাতে যে সুর দেননি ভগবান। যারা গান ভালবাসে তাদের গলাতে যদি সুর না থাকে তবে তাদের যে কী কষ্ট তা তারাই জানে শুধু।

তাপস সাহা আরেকজন রবীন্দ্রভক্ত এবং শান্তিনিকেতন বিশারদ বলল, শান্তিনিকেতনে শিবনারায়ণ রায়ের বাড়ির নাম 'রুদ্রপলাশ'।

ততক্ষণে সামনের হ্রদের চারপাশ থেকে নানা তৃণভোজী প্রাণীর ডাক ভেসে আসতে লাগল। চিতল হরিণেরা সংখ্যাতে সবচেয়ে বেশি বলে তাদের টাঁউ টাঁউ টাঁউ ডাকই পরিবেশ একেবারে সরগরম করে দিল। মাঝে মাঝে শম্বরের ঘাক ! ঘাক ! ঘাক !, কোটরা হরিণের ব্বাক ! ব্বাক ! ব্বাক ! শুয়োরের সংক্ষিপ্ত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ আর গাউর (ভারতীয় বাইসন)-এর বোঁয়াও ডাক ভেসে আসছে।

টিয়া কোনও ডাকই চেনে না। সে কলকাতা, দিল্লি আর ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছে।

www.BanglaBook.org

বনজঙ্গলের কোনও খোঁজই রাখে না। তাকে ডাক চেনাচ্ছে মুনমুনের স্বামী তাপস সাহা।

টিয়া মহারাষ্ট্রের এই গভীর অরণ্যের অতিথিশালা 'নিলয়'-এ এসেই মোহগ্রস্ত হয়ে গেছে। কাল জঙ্গলের গভীরে গেলে যে কী রোমাঞ্চ হবে তা ভেবেই উত্তেজিত বোধ করছে।

এই দোতলা 'নিলয়'-এর কাছেই হ্রদের আরও কাছে দুটি 'কটেজ' আছে। অনেকে সেখানেও থাকেন। তবে খাওয়া-দাওয়া সব ক্যান্টিনেই গিয়ে করতে হয়। এমনকি সকালের চা-টাও সেখানে গিয়ে খেতে হয়। তবে সকালে যখন অন্ধকার থাকতে বেরোতে হয় তখন ক্যান্টিন খোলে না। যাঁরা জঙ্গল ভালবাসেন তাঁরা সব বিলাসিতাই বিসর্জন দেন।

তবে প্রদীপ গাঙ্গুলির ম্যানেজমেন্ট নিশ্ছিদ্র। 'নিলয়ের' ডাইনিংরুমের লাগোয়া একটি প্যান্ট্রি বা কিচেনেট আছে খাবার গরম করার জন্যে। সেখানেই খিচুড়ি রান্নার বন্দোবস্ত করেছে সে। সঙ্গে আলুভাজা, পাঁপরভাজা, বেগুন ভাজা।

'নিলয়'-এর চৌকিদার মুখে যতটা দড়, রান্নাতে ততটা নয়। তাছাড়া তার রান্না করার কথাও নয়। ভাল রাঁধুনি সুচিত্রার উপরের ভার পড়েছে জম্পেশ করে গাওয়া ঘি ঢেলে ভাজা মুগ ডালের খিচুড়ি রাঁধার। সে বেচারী, ঘেমে চুমে একশা হয়ে রান্না করছে। একবার বাইরের বারান্দাতে এসে সে বলল, আমাকে বহুত খাটাচ্ছ তোমরা। আর নিজেরা মজা করছ। দাও তো ভাল করে একটা হুইস্কি সেজে। নইলে খিচুড়ি নুন কাটা করে দেব।

ওকে হুইস্কি সেজে দিতে দিতে সঞ্জীব গাঙ্গুলি বলল, আইডিয়াটা ভাল দিয়েছ। নুন-কাটা করেই দাও। জয়ার কাজিন রুদ্রপলাশ, না ঘোড়ফরাস ভাল করে নুন খেলে নিমকহারামি করতে পারবে না পরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সকলেই সঞ্জীবের কথাতে হেসে উঠল।

হুইস্কির গ্লাসটা হাতে নিয়ে সুচিত্রা ভিতরে চলে গেল। সঞ্জীব বলল, এ এক হতভাগা ফরেস্ট মিনিস্টার এসেছে মহারাষ্ট্রে। তার অর্ডারে সমস্ত মহারাষ্ট্রের সব বনেই শুধুই নিরামিষ খেতে হবে। এমনকি ডিম খাওয়াও চলবে না। মাড়োয়ারি গুজরাটিরা আজকাল ডিমকে ভেজিটারিয়ান খাদ্য বলে মেনে নিয়েছে কিন্তু শিবাজী মহারাজের এই চেলা সব গুবলেট করে দিল।

বলেই বলল, ক্যান্টিনে ডিনার কী হচ্ছে জানো ?

-- কি ?

রুটি অথবা ভাত, আর সে ভাত তো দিল্লির বাসমতী বা রায়গঞ্জের তুলাইপাঞ্জীর চালের ভাত নয়, মোটা চালের ভাত, অড়হড়ের ডাল, ধুঁধুল আর ঢ্যাঁড়শের তরকারি আর আলুর চোকা।

টিয়া বলল, মন্দ কি ? অড়হড় ডালে ভাল করে হিং অথবা কারিপাতা দিলে, খেতে তো ভালই লাগে।

-- হ্যাঁ। ও সব ফরমাস তুমি রুদ্রপলাশ রুদ্রকেই দিও। তোমার কথাতে যে উঠবে বসবে।

-- এটা কিন্তু অনুচিত। ভদ্রলোককে আমি চিনি না পর্যন্ত, দেখিওনি কখনও, তিনিও চেনেন না আমাকে, কোনওরকম সম্পর্ক, এমনকি বন্ধুত্বও হবে কী না কেউই বলতে পারে না। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে নিয়ে এমন আলোচনা করা কি উচিত ?

ঠিকই বলেছে টিয়া। মুনমুন বলল। জয়ার কাজিন বলেই এমন করার অধিকার আমাদের বর্তায়নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রদীপ গাঙ্গুলি প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন, টিয়া প্রথমবার জঙ্গলে এল, সুদীপ্ত যদি আসতে পারত হায়দ্রাবাদ থেকে তবে খুবই ভাল হত।

সুদীপ্ত কে ?

টিয়া বলল।

সুদীপ্ত সেনগুপ্ত। ও আগে নাগপুরেই থাকত। একটি বড় কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিল। ভাল অফার পেয়ে হায়দ্রাবাদে চলে গেছে। বনজঙ্গল, বন্যপ্রাণী, ইকোলজি এসব সম্বন্ধে মস্ত পন্ডিত ছেলে। ছবিও ভাল বোঝে।

মুনমুন বলল, আমাদের হাতের কাছে সুদীপ্ত থাকতে রুদ্রপলাশের প্রয়োজনই ছিল না। এত ভাল না ছেলেটা, সব দিক দিয়ে। অমন ছেলেকে কেউ ডিভোর্স করে ?

ওর স্ত্রী ডিভোর্স তো দেয়নি এখনও। ঝুলিয়ে রেখেছে। ডিভোর্স পেলে তো মুক্তই হয়ে যেত।

সঞ্জীব গাঙ্গুলি বললেন, দ্যাখো, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে বাইরে থেকে এখন উটকো মন্তব্য করাটা উচিত নয়। সুদীপ্তকে আমরা সকলেই ভালবাসি তাই আমরা সকলেই ওরও দলে। আমরা তো একপক্ষের কথাই জানি। ওর স্ত্রীর কথা তো আমরা কেউই জানতে চাইনি অথবা যাইনি। অন্য পক্ষের কথা তো তেমন করে জানি না। তাছাড়া সম্পর্কটাই এমন যে খুব কাছের মানুষও বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারে না। তাই এ নিয়ে কোনও মন্তব্য না করাটাই শোভন।

মুনমুন বলল, স্যরি। আমি অত ভেবে বলিনি।

এরই মধ্যে বেণু গাঙ্গুলির ওপেল গাড়ি এসে পৌঁছল। ও আর রুদ্রপলাশ সামনের সিটে, পেছনে জয়া এবং ঝিনুক। বাইরের গেটে, মানে, হাইওয়ের কাছের গেটে সন্ধ্যের পরে গাড়ি ঢুকতে দেয় না। কনসার্ভেটরের বন্ধু প্রদীপ গাঙ্গুলি গেটে বলে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগে থাকতে বিশেষ পারমিশান করিয়ে রেখেছিল গাড়ির নাম্বার দিয়ে গেট পাস করিয়ে। পাসটিও গেটেই রাখা ছিল। জয়া মানে বেণুর স্ত্রী প্রদীপ গাঙ্গুলির স্কুলের বন্ধু। বাল্যকালে প্রদীপ গাঙ্গুলি জয়ার বেণী টানাটানি করে খুনসুটি করত। প্রিয় বান্ধবী। জয়ার মতো আধুনিক, উদার ও রসিক স্ত্রী পাওয়া বেণুর পক্ষে খুবই আনন্দের কথা। বেণুও রসিক কিন্তু ওর মধ্যের রস অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো। সারফেস-এ উঠে আসতে কিছু সময় নেয়। বেণুও ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ গাঙ্গুলি এবং তাপস সাহারই মতো। একটি বড়, বিদেশী ফার্মে কাজ করে। বেণুর বয়সের তুলনাতে জ্ঞানের প্রাচুর্য অনুপাতে বেশি বলেই এই বয়সেই সব চুল সাদা হয়ে যাবে।

বেণুর গাড়ির হেড লাইট 'নিলয়'-এর সামনের হ্রদে পড়াতে তার চার পাশের অগণ্য তৃণভোজী প্রাণীদের চোখগুলো সবুজ পান্নার মতো ঝিকমিক করে উঠল। হেড লাইট নিভিয়ে দিতেই সেই আলোর সমারোহ অন্ধকারে মুছে গেল।

টিয়া অনবধানেই বলল, বাঃ।

পাশে বসা মুনমুন অস্ফুটে বলল, প্রথম দর্শনেই বাঃ।

টিয়া লজ্জা যেমন পেল ওই কথাতে, মুনমুনের উপরে একটু বিরক্তও হল। চোখের এক ঝলকে বোঝাল তার বিরক্তি। কিন্তু লন্ঠনের আলোতে টিয়ার চোখের ভাষা পড়তে পারল না মুনমুন।

জয়া পেছনের দরজা খুলে নেমেই প্রদীপদাকে বলল, কীরে! মন মরা কেন? আমার বিরহে?

বিরহ হলেও প্রকাশ করার জো কি আছে? যেমন সুগ্রীবের মতো বর তোর।

তাও ভাল যে হনুমান বলিসনি। আমার বরটা ভালমানুষ বলেই কি যা নয় তাই বলবি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেণু মুখের পাইপটা নামিয়ে বলল, ভুসসু। গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই শুরু করলি।

আরে বেণুদা পাইপ নেভান। জঙ্গলে সিগারেট পাইপ কিছুই খাওয়া মানা।

মুনমুন বলল।

কোনও নেশাই নয় ?

তরল খেতে পারেন। কারণ সে আগুন আপনার লিভারই পোড়াবে, বনতো পোড়াতে পারবে না।

বেণু গাঙ্গুলি (এদের মধ্যে অধিকাংশই গাঙ্গুলি। নাগপুর গাঙ্গুলি ডাইনাস্টির জায়গা) কেন প্রদীপ গাঙ্গুলিকে 'ভুসসু' বলে ডাকে তা সবাই জানে না। শুধু জয়া জানে। ছেলেবেলাতে প্রদীপের কো-এড স্কুলের বন্ধুরা তাকে ডাকত ভুসসু বলে। জয়াও ডাকত তাই। যেহেতু বেণু জয়াকে বিয়ে করেছে সেই সুবাদেই প্রদীপকে সে 'ভুসসু' বলেই ডাকে। ভুসসু নামের নিগূঢ় অর্থ নিয়ে কেউই মাথা ঘামায়নি।

বেণু রুদ্রপলাশকে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ডান হাত নাড়িয়ে বলল, লেট মি ইন্ট্রোডিউস, জয়ার কাজিন, রুদ্রপলাশ রুদ্র।

রুদ্রপলাশও ডান হাতটা তুলে সকলকে বলল, হাই !

তার পরনে ফেডেড জিনস, গায়ে আডিডাসের পলাশ-রঙা গেঞ্জি, পায়ে নাইকের হাঁটার জুতো, জঙ্গলে রাফিং করার জন্যে একেবারে তৈরি। আসলে সে জানে না যে, এই জঙ্গলে গাড়ি করেই ঘুরতে হবে। পায়ে হেঁটে ঘোরাই মানা।

মুনমুন আর তাপস ভাবছিল, ওই সব ভড়ং কিনিয়া তানজানিয়াতেও দেখেছে। আসলে ট্যুরিস্টদের মনে জঙ্গল সম্বন্ধে একটা গভীর ভীতির সঞ্চার করার জন্যেই এই

www.BanglaBook.org

হরকৎ। সেখানে সেৎসি মাছি কামড়ে দেবে, সিম্বা অর্থাৎ সিংহ হামলে পড়বে, আফ্রিকান হায়েনা ঠ্যাঁ কামড়ে ধরে তাদের জবরদস্ত চোয়ালে পাকড়ে ঠ্যাং ছিঁড়ে নেবে, গাব্বুন-ভাইপার সাপ মরণ-কামড় কামড়ে দেবে এই সব ভয়ে সকলকে ভীত করে রাখে। এখানেও বাঘ, বিছে, সাপ, ভালুক, বনশুয়োর এসবের ভয় দেখানো হয়।

বেণু বলল, জয়া কোথায় ? জয়া ?

জয়া একটু অপ্রতিভ হল। বলল, এই তো আমি। সকলের সঙ্গে আছি। সুখেই তো আছি।

তারপর বেণু আবার বলল, টিয়াকে উদ্দেশ্য করে, এই যে রুদ্রপলাশ।

দেখতেই পাচ্ছি। পলাশের মতো ফুটে আছেন পলাশ-রঙা গেঞ্জীতে।

পলাশ একটু ঘাবড়ে গেল। সে নিজেকেই অত্যন্ত স্মার্ট বলে জানত, ওর চেয়ে স্মার্টার কেউ থাকতে পারে জানেনি হয়তো আগে।

টিয়াই বলল, আসুন। পাশে এসে বসুন। আমাকেই যখন দেখতে এলেন দূর দেশ থেকে।

রুদ্রপলাশ একটু চুপসে গিয়ে টিয়ার পাশে না বসে জয়ার পাশে গিয়ে বসল চেয়ারে। তারপর নিজের অপ্রতিভতা ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য সঞ্জীবকে বলল, আমাকে একটা পাতিয়ালা বানিয়ে দিন তো দাদা। হাত-পা সব ঢিলে হয়ে গেছে।

সঞ্জীবই সব জায়গাতে বার্টেন্ডারের ভূমিকা নেয়, সখ করে। সঞ্জীব বলল, কেন ? আমাদের এখানকার পথ-ঘাট তো চমৎকার।

www.BanglaBook.org

তা চমৎকার। কিন্তু আমাদের দেশের মতো তো নয়। এখানে টু-ওয়ে ট্রাফিক। মনে হয়, যে কোনও সময়ে মুখোমুখি পড়ে যাবে গাড়ি।

সঞ্জীব একটু দুষ্টু আছে। বলল, আমাদের দেশ মানে ?

মানে, স্টেটস। আমার তো ডুয়াল সিটিজেনশিপ। অ্যামেরিকান এবং ইন্ডিয়ান দুই পাসপোর্টই আছে।

অ !

সঞ্জীব বলল। কিছু না বলে।

তাপস বলল, বাবাঃ আপনি দেখছি হর-গৌরী।

রুদ্রপলাশ হুইস্কির গ্লাসটা হাতে নিয়েই সঞ্জীবকে ফেরত দিয়ে বলল আই ওয়ান্ট প্লেন্টি অফ আইস প্লিজ।

হর-গৌরী কি ?

কই মাছের হরগৌরী। খাননি ? একদিকে ঝাল অন্যদিকে মিষ্টি।

নাঃ। খাইনি। আমি বোনলেস ফিশ ছাড়া খেতে পারি না। অভ্যেস চলে গেছে।

রুদ্রপলাশ বলল।

সঞ্জীব গ্লাসটা ফেরত নিয়ে বরফে ভরে দিল। আইস-বক্সে করে ওরা খাওয়ার জন্যে আইস কিউব আর বিয়ার ঠান্ডা করার জন্যে বরফ কলের বরফ নিয়ে এসেছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্লাসটা হাতে নিয়ে একটা বড় চুমুক দিয়ে রুদ্রপলাশ বলল, আহ ! নাথিং লাইক আ ডি সি এল আফটার আ লঙ ডে।

ডি সি এল শব্দটার মানে ওরা প্রায় কেউই বুঝতে পারল না। মানে, একটা নিশ্চয়ই আছে। সপ্তাহে একবার করে বিদেশে যাওয়া বেণু গাঙ্গুলি সম্ভবত বুঝতে পারল। তবে ব্যাখ্যা করে বলল না কারোকে।

কী হল ? নাও বেণুদা। জয়াদি ?

বেণু বলল, নিচ্ছি। হাতে-মুখে একটু জল দিয়ে আসি। এতখানি ড্রাইভ করে এলাম।

এই তোমার এতখানি হল ? আমরা তো স্টেটস-এ আকছার সাড়ে সাতশ বা হাজার মাইল গাড়ি চালাই। মাইন্ড ইউ, মাইল, কিলোমিটার নয়।

বেণু জবাব না দিয়েই ভিতরে চলে গেল। তার শালার শোয়িং অফ্-এ ইতিমধ্যেই বোধহয় সে লজ্জিত হতে শুরু করেছিল।

রুদ্রপলাশ তারপর জয়াকে বলল, জয়াদি ? তোমার ড্রিঙ্ক ?

জয়া বলল, নুন, লেবু, চিনি দিয়ে এক গ্লাস সরবৎ করে নিচ্ছি। দু কিউব বরফ নিয়ে নেব।

তারপর বলল, সুচিত্রা কোথায় ? তাকে দেখছি না।

সঞ্জীব বলল, সে তোমাদের জন্যে খিচুড়ি পাকাচ্ছে।

জয়া ভিতরে যেতে যেতে বলল, বাবাঃ এই গরমে খিচুড়ি।

-- পাচ্ছো তাই খাচ্ছো। নইলে তো ক্যান্টিনের মোটা মোটা রুটি আর অড়হড়ের ডাল

www.BanglaBook.org

খেতে হত। সে রুটি তিন বছর পরে হজম হতো।

তাই ? বলে, জয়া প্যান্ট্রিতে ঢুকে গেল।

এতক্ষণ কোল্ড ড্রিঙ্ক নেওয়া টিয়া হঠাৎ গলা তুলে সঞ্জীবকে বলল, সঞ্জীবদা, টোমাটো জ্যুস নেই, না ?

না বোন।

তবে আমাকে অ্যাঙ্গুস্টুরা বিটার্স দিয়ে একটা পাতিয়ালা জিনই দিন।

কী জিন আছে ?

-- বিফ ইটার্স। বেণুই এনেছিল হেলসিঙ্কি না কোথা থেকে।

-- বাঃ। তবে তো কথাই নেই। বিটার্স নেই ? না ?

স্যরি। নেই। মানে নাগপুরে আছে বেণুর কাছে। তার সেলার দেখার মতো। তবে এখানে আনা হয়নি।

-- টিয়ার এই হঠাৎ পোল-ভল্টে সকলেই চমকে গেল। এবং পোল-ভল্টের কারণ সম্বন্ধে যে যার ভাবনা ভাবতে লাগল।

জয়া ফিরে এসে বলল, এ কী টিয়া। ড্রাঙ্ক হয়ে যাবে না তো ?

-- আই অ্যাম ওলওয়েজ ড্রাঙ্ক উইথ লাইফ জয়াদি। পাতিয়ালা খাওয়াটা যে আদৌ কোনও বাহাদুরির মধ্যে গণ্য নয় তা প্রমাণ করার জন্যেই খাচ্ছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টিয়া বলল।

সকলেই চুপ করে গেল।

রুদ্রপলাশ বলল, যাক, তাও একজন স্পোর্টিং মহিলার সন্ধান পাওয়া গেল এ দেশে এই প্রথম।

সকলে আবার গুম মেরে গেল। সন্ধেবেলার সুন্দর মেজাজটাই এই মানুষটি এসে পনেরো মিনিটের মধ্যে নষ্ট করে দিতে বসেছে। বেণু ভেবেছিল, জীবনে অন্তত একটা সাকসেসফুল ম্যাচমেকিং করতে পারবে এবারে। কিন্তু গোড়াতেই গলদ দেখছে। টিয়া মেয়েটাও বেশ টেঁটিয়া আছে।

টিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, অনেকে অনেক ব্যাপারের মধ্যেই বাহাদুরি দেখেন। অথবা দেখাতে চান।

BanglaBook.org

কেমন ?

বেণু বলল।

যেমন, ক্যালকাটা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হওয়া, দোতলার সিঁড়িতে ওঠার দেওয়ালে নিজের স্যুট-পরা ফোটো ঝোলানো।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমারও যে অ্যামবিশন নেই তা নয়। আছে। কিন্তু সেটা কোনও ক্লাবের দেওয়ালে ফোটো টাঙানোর চেয়ে অনেকই বড়।

-- তোমার কথাটা আউট অফ কন্টেক্সট হয়ে গেল।

বেণু তার ভঙ্গিতে বলল।

www.BanglaBook.org

-- হ্যাঁ। আমি বলছিলাম, পাতিয়ালা পেগে খাবার কথা। উনিও যেমন খেতে পারেন, আমিও পারি। এতে কোনও বাহাদুরি নেই। আসল বাহাদুরি যেমন যেমন কাজে আছে, তেমন কাজে মনোযোগ দেওয়াই ভাল।

-- সে সব কী কাজ ? খোলসা করে বলবেন ?

এবারে রুদ্রপলাশ একটু রুষ্ট হয়েই বলল। পাতিয়ালা পেগ-এর দুই তৃতীয়াংশ সে খেয়ে ফেলেছিল ওই অল্পসময়েই।

বড় লেখক হওয়া, গায়ক হওয়া, চিত্রী হওয়া, ভাল মানুষ হওয়া এই সব আর কী !

টিয়া বলল।

প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে তাপস বলল, জয়া, একটা গান শোনাও।

জয়া হেসে বলল, তোমরা যা গান-ফায়ার শুরু করেছ তার মধ্যে গান হয় না। হতে পারে, তবে পরিবেশ শান্ত হলে, পরে। তবে আমি কেন ? যেখানে ঝিনুক আছে সেখানে অন্য কারও গান গাওয়া কি মানাবে ?

তারপর বলল, রুদ্রপলাশকেই বলো না। ও তো ভাল গায়। অন্তত ছেলেবেলায় গাইত।

রুদ্রপলাশ বলল, তোমরা আমার ডাকনামটা ধরেই ডাকো না। পুরো নাম উচ্চারণ করতে সকলেরই দেখছি কষ্ট হচ্ছে।

-- তোমার ডাকনামটা কী ভাই ?

তাপস বলল।

-- রুদো। ভেরি সিম্পল।

টিয়া না বলে বলল, উদো হলে APT হত। কিন্তু ওর চোখ দুটোই উজ্জ্বল হল। মুখে কিছু বলল না।

তাহলে হোক একটা গান মিস্টার রুদো রুদ্র, এন আর আই।

এখন তো বাংলা গান কমই গাই। ছেলেবেলায় রবিঠাকুর-ফাকুর গাইতাম।

এখন তাঁদের সকলকেই ত্যাগ করেছো ? আহা ! বেঁচে থাকলে তাঁরা সেই দুঃখেই মরতেন অনেক আগেই।

সঞ্জীব বলল, দিন। আপনার গ্লাস। ফিল করে দি। এবারও কি পাতিয়ালাই দেব।

শ্যুওর।

রুদো বলল।

টিয়াও তার গ্লাসটা এগিয়ে দিল। বলল, আমারটাও ফিল করে দিন ?

-- তোমাকে কি বড় দেব, না ছোট দেব ?

পাতিয়ালাই দেবেন। কপট বিস্ময় প্রকাশ করে বলল টিয়া, আফটার অল, অন্তত একজনের তো রুদোবাবুকে কোম্পানি দিতে হবে।

রুদ্র বলল, প্লিজ, ফর গডস সেক, বাবু-ফাবু বলবেন না, কেরানী-কেরানী লাগে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

-- কেরানীরা বুঝি অমানুষ ?

টিয়া বলল।

-- না সে কথা বলিনি। তবে আই ডোন্ট ফিল কম্ফর্টেবল।

তাহলে বলি কি আমরা ? মানে, আপনাকে কী বলে ডাকি ?

রুদো রায়, অথচ স্রেফ রুদোই বলবেন।

রুদ্রপলাশ বলল।

বেশ ! তাই বলা যাবে। এবারে গান হোক।

আমি ইংরেজি গান গাই আর বাংলা ব্যান্ডের গান। ওখানে, মানে, স্টেটস-এ একটা ব্যান্ড করেছি আমরা, তাতে ছেলে-মেয়ে দুইই আছে। খুবই পপুলারও হয়েছে।

নাম কি দিয়েছ ?

প্রদীপ গাঙ্গুলি বলল।

'দ্যা হাওলিং জ্যাকেলস'।

টিয়া বলল, বাঃ।

অন্য সকলেও সমস্বরে বলল, চমৎকার নাম।

টিয়া বলল, নামটা ফাইনাল না হয়ে থাকলে "দ্যা 'র‍্যাটলিং র‍্যাটস"-ও দিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারতেন।

থ্যাঙ্কস ফর দ্যা সাজেশন। সেকেন্ড ব্যান্ড যদি কখনও করি, তখন আপনার দেওয়া নামটা কনসিডার করব।

সঞ্জীব ওদের দুজনকে পাতিয়ালা সার্ভ করে অন্যদেরকেও দিল। নিজেও নিল বড় করে। শরীর এবং মনের উপর দিয়ে বেণুরা আসার পর থেকে খুবই ধকল যাচ্ছে।

হঠাৎই রুদ্রো বলল, ইটালিয়ান অলিভ আছে কি ? আমি আবার ইটালিয়ান অলিভ ছাড়া স্কচ খেতেই পারি না।

বেণু বলল, যখন কলকাতাতে ফ্লুরিজ ছিল তখন সবসময়েই হুইস্কির সঙ্গে ইটালিয়ান অলিভ সার্ভ করত। এখনও ওবেরয় গ্রান্ড, তাজ, হায়াত, আইটিসি সোনার বাংলার বার-এ চাইলে দেয়, এমনিতে দেয় না।

সঞ্জীব বলল, সরি, এখানে তো ইটালিয়ান অলিভ নেই। নাগপুরে আমরা পাইওনা।

রুদ্রপলাশ বলল, রেচেড প্লেস।

সঞ্জীব হাঁক ছেড়ে বলল, সুচিত্রা, খিচুড়ি হল তোমার ? হলে, চৌকিদারকে বলো টেবলে লাগিয়ে দিতে প্লেট। আর তুমি আরেকটা নিয়ে নাও, অনেক খেটেছ।

আমার আবার একবার চান করতে হবে। ঘেমে জল হয়ে গেছি। চললাম আমি চানে। চান করে এসে খাব। আলুটাও তখনই ভাজব। আগে ভাজলে ঠান্ডা হয়ে যাবে।

জয়া বলল, সাবধানে যেও ভাই, বাথরুমে ট্যারান্টুলা থাকতে পারে। দুটো লন্ঠন নিয়ে যেও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

***

চা-এর বন্দোবস্ত যেহেতু ছিল, চৌকিদার ওদের অন্ধকার থাকতে চা করে দিল।

টিয়া একটা টিয়ারঙা শাড়ি পরেছে আর কচিকলাপাতারঙা ব্লাউজ। যদিও ঠান্ডা আছে একটু, তবু ভোরে গরম জামা কেউই নেয়নি। গাড়ি কাচ উঠিয়ে যাবে। তবে প্রদীপ গাঙ্গুলি জঙ্গলে গাড়ির কাচ উঠিয়ে যেতে ভীষণই আপত্তি করে। বলে, জঙ্গলের শব্দ এবং গন্ধই যদি না পাওয়া গেল, শীত ও গ্রীষ্ম যদি উপভোগই না করা গেল তাহলে জঙ্গলে এসে লাভ কি। একটু পরেই দুটি গাড়িরই কাচ নামিয়ে দেওয়া হবে।

গাড়িতে ওঠার ঠিক আগেই ব্রেইনওয়েভটা খেলে গেল বেণু গাঙ্গুলুর মাথাতে। সে বলল, রুদো, তুমি আমার গাড়িটা চালিয়ে আমাদের পেছন পেছন এসো আর তোমার গাড়িতে টিয়াকে তুলে নাও। গত রাতে তো শুধু ঝগড়াই করলে, আজ একটু ভাব হোক। কী বলিস ভুসসু ?

জয়া পেছন থেকে বলল, 'ভাব ভাব কদমের ফুল।' পড়েছ নাকি রুদো ? বইটি। রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতা-সংকলন। অসম্ভব ভাল সব কবিতা।

রুদো এমন চোখে চাইল জয়ার মুখে, যেন বুঝতে পারল না, সেটি কী বস্তু ? খায় ? না মাথায় দেয়।

ওঁর কবিতা তো আমিও পড়িনি।

টিয়া বলল।

না পড়ে থাকলে, খুব মিস করেছ। পুণেতে থাকতেন। একজন আর্মি অফিসারের

www.BanglaBook.org

স্ত্রী ছিলেন। মারা গেলেন কিছুদিন আগে।

প্রদীপ গাঙ্গুলি বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আর কথা নয় এখন। নাও টিয়া, উঠে পড়।

টিয়া নিমরাজি হয়ে সামনের দরজা খুলে উঠে পড়ল। রুদো সাহেবি কায়দায় ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে গিয়ে টিয়ার দরজা বন্ধ করল।

গার্ডরা গন্ডগোল করছিল। বলছিল, গাড়ি প্রতি একজন করে গার্ড থাকার কথা।

প্রদীপ বলল, তিনজনেরই পয়সা দিয়ে দেব। ওরা তো সঙ্গে সঙ্গেই আসবে। বেরিয়ে পড়েছি আর ঝামেলা কোরো না।

'নিলয়' ছাড়িয়ে পাঁচশ গজ যেতে না যেতেই দেখল সামনের কালিস দুটো দাঁড়িয়ে পড়েছে। সামনে কী আছে ওরা দেখতে পাচ্ছিল না। সামান্য পরেই দেখল, একটা লেপার্ড ওদের গাড়ির সামনে দিয়ে পথ পেরিয়ে ডানদিকে জঙ্গলে ঢুকে গেল। বাঘ আর লেপার্ডদের তখন সারারাতের সফর সেরে যার যার ডেরায় ফেরার কথা।

BanglaBook.org

বাঘ। বাঘ।

বলে, চেঁচিয়ে উঠল রুদো উত্তেজিত হয়ে।

টিয়া বলল, আপনি তো ভীষণই এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছেন দেখছি। আপনি আমার সিটে আসুন, আমি চালাচ্ছি গাড়ি। বলেই, দরজা খুলে নেমে ড্রাইভিং সিটে এল।

আপনি চালাতে পারেন গাড়ি ?

শুধু গাড়ি কেন, ঘোড়াও চালাতে পারি। আমাদের বাড়িতে গাড়ি ও ঘোড়া দুইই ছিল।

তাই ?

হ্যাঁ স্যার।

একটা সবুজ রঙা ফুল-স্লিভস-এর শার্ট পরেছে রুদ্রপলাশ। দেখতে ভদ্রলোক ভালই। কাল রাতে লন্ঠনের আলোতে ভাল করে দেখতে পারেনি টিয়া।

এখনও ধুলো উড়ছে না। গরমের দিনেও সকালবেলাটা বেশ স্নিগ্ধই থাকে। আস্তে আস্তে এগোচ্ছে গাড়ি দুটো আর পেছন পেছন বেণু গাঙ্গুলির ওপেল।

টিয়া বলল, গাইডরা যা হিন্দি বলে তা আপনার বোধগম্য হবে না। তাছাড়া, ওঁরা যেহেতু সকলেই মারাঠি জানেন মারাঠিদেরই মতোন ওদের সঙ্গে মারাঠীতেই কথা বলবে গাইডরা। আমাকে ওঁরা আপনার গাইড হিসেবেই সঙ্গে দিলেন।

তাই ?

অবাক হয়ে বলল রুদ্রপলাশ, ওরফে রুদো।

আপনি বুঝি এসেছেন এখানে আগে ?

টিয়া বলল, অনেকবার। আমার বাবা তো ফরেস্টের চিফ কনসার্ভেটর ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই আসছি। আর শুধু নাগজিরাতেই কেন ? আন্ধারি-তাড়োবা, মেলঘাট, পেঞ্চ আরও কত জায়গাতে গেছি।

তাই ?

হ্যাঁ তো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিপাট মিথ্যা কথা বলল টিয়া। নিজের মিথ্যা বলার কৃতিত্বে নিজেই চমৎকৃত হয়ে যাচ্ছিল।

একদল শম্বর পড়ল পথে। দুটি ছোট বাচ্চাও ছিল।

দেখলেন ?

হ্যাঁ।

তার পরে পথের ওপরেই পড়ল একদল নীলগাই।

টিয়া বলল, দেখুন। এদের ইংরেজি নাম ব্লু-বুল (বিহারে - ঝাড়খন্ডে বলে ঘোড়-ফরাস)

-- তাই ?

-- ইয়েস।

BanglaBook.org

আরও কিছুদূর যাওয়ার পরে ডানদিকে একটি ঘনবনাবৃত ফাঁকা মাঠে শুয়োরের মস্ত একটি দলের সঙ্গে দেখা হল। সঞ্জীবদা লাফিয়ে নেমে ফোটো তুলতে লাগলেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে।

শুয়োরে ঢুঁ মারলে আর দেখতে হবে না। উরু থেকে পেটে অবধি চিরে দেবে।

টিয়া বলল।

তাই ?

www.BanglaBook.org

তাই তো। ডেঞ্জারাস প্রাণী এরা।

গাইডদের তাড়া খেয়ে সঞ্জীবদা গাড়িতে উঠতে বাধ্য হলেন। ততক্ষণে সকালের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে বনের আনাচে-কানাচে।

অটোম্যাটিক সুইচ টিপে গাড়ির কাচগুলো নামিয়ে দিল টিয়া।

বেণুদা রাগ করবেন। গাড়ি তো ভরে যাবে ধুলোতে।

রুদ্রপলাশ বলল।

-- জঙ্গলে এলে ওরকম হয়ই।

টিয়া বলল।

বাঁ দিকে একদল চিতল হরিণ পড়ল। প্রায় পঞ্চাশটি হবে। টিয়া বলল, দেখুন, এগুলোকে বলে স্পটেড ডিয়ার।

শম্বররাও কি ডিয়ার ?

না। শম্বরেরা অ্যান্টেলোপ।

আরও একটু এগিয়ে ডান দিকের পথে এগোলো গাড়ির কনভয়। ও পথে ঢুকতেই দেখা গেল একটা মস্ত শিমুল গাছের নীচে কালো কালো পাথরের উপরে পড়ে থাকা শিমুলের ফুল খাচ্ছে এক জোড়া কোটরা হরিণ।

-- এগুলো কি ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুদো বলল।

এগুলোর ইংরেজি নাম 'বার্কিং ডিয়ার'।

বার্কিং কেন ?

দেখতে ছোট হলে কী হয় এরা যখন ডাকে তখন মনে হয় অ্যালসেশিয়ান কুকুর ডাকছে। তাদের দড়াম দড়াম ডাক বনে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়। কুকুরের মতো বার্ক করে বলেই ওদের নাম বার্কিং ডিয়ার।

সে পথে আরও কিছুদূর যাওয়ার পরেই পথে বাঁদিকে দেখা গেল একদল লালরঙা জংলী কুকুর একটি নীল গাইকে আক্রমণ করে মাটিতে ফেলে দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে আর মুখে কুঁই কুঁই করে ডাকছে।

সঞ্জীবদা আবারও নেমে পড়ে ছবি তুলতে লাগলেন।

-- ওরা মানুষকে কিছু বলে না ?

-- মার্সিফুলি, না। মানুষকে আক্রমণ করলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাকে খেয়ে তার কঙ্কাল ফেলে রেখে চলে যেত। এই নীলগাইটাকেও দেখুন না কী করে। দশ মিনিটের মধ্যে এরও কঙ্কাল আর শিং ফেলে রেখে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এদের বাঘও ভয় পায়। এরা নির্ভয়। একই সঙ্গে চারদিক থেকে আক্রমণ করে বলে এদের হাত থেকে কারওই বাঁচা মুশকিল। আক্রান্ত প্রাণীও দৌড়তে থাকে, ওরাও দৌড়তে থাকে লাফাতে লাফাতে। এক সময়ে জানোয়ারটি মাটিতে পড়ে যায় তখন সকলে মিলে একসঙ্গে নিমেষের মধ্যে খেয়ে ফেলে।

রুদ্রপলাশ বলল, রাশিয়াতেও এরকম ঘটে। তারা এমনকি ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়াকেও খেয়ে ফেলে -- যাত্রী মানুষকে তো খায়ই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টিয়া বলল, সেগুলো কুকুর নয়, নেকড়ে।

তাই ?

হ্যাঁ।

ভাগ্যিস আপনি আমার সঙ্গে এসেছিলেন। কত কিছু জানলাম।

ছেলেবেলা থেকেই তো ঘুরছি জঙ্গলে। এতে আর বাহাদুরির কি আছে ?

আপনার বাবা আছেন ?

গত বছরে মারা গেছেন।

ভেরি স্যাড।

আপনি কি দেব-দেবী মানেন ?

টিয়া বলল।

আজকাল কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে নাকি ?

কেন করবে না ? আমার আপনার চেয়ে শতগুণ শিক্ষিত মানুষেরাও করেন। সেদিন স্টিফেন হকিন্স-এর একটি লেখা পড়ছিলাম। ঈশ্বর যে নেই সে বিষয়ে তিনিও নিঃসংশয় নন। আইনস্টাইন কথায় কথায় বলতেন, 'গড উইলিং।'

তারপরে বলল, আপনি উত্তরাখন্ড এবং কুমায়ুঁ হিমালয়ে গেছেন ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোথায় ?

আমাদের দেশে।

না। ও আর কী দেখব। আমি ইয়ারোপের আল্পস দেখেছি, স্কি-ইং করেছি, স্টেটস-এ ইয়ালোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ...

ওসব আমাদের উত্তরাখন্ড আর কুমায়ুঁর কাছে শিশু। ওসব আমিও দেখেছি।

টিয়া বলল।

-- আপনি দেখেছেন ?

-- ইয়েস। দেখেইতো বলছি। আপনার ছুটি আর কতদিন আছে ? পারলে এবারেই দেখে যান। আমাদের দেশ যে কী সুন্দর তা ওসব জায়গা না দেখলে বুঝতে পারবেন না।

BanglaBook.org

বলেই বলল, এই নাগজিরার জঙ্গলের মধ্যেই বাখুরি পাহাড় আছে। তার চূড়োতে আছে কাপালা দেওর মন্দির। ট্রেকিং করতে রাজি থাকলে যেতে পারেন। তবে নানা জন্তু-জানোয়ার পাবেন পথে। সঙ্গে গার্ড নিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া যেতে হলে অগ্রিম পারমিশনও লাগবে।

সময় কোথায় ? কালই তো ব্রেকফাস্ট করে বেরোতে হবে। পড়শু নাগপুর থেকে ফ্লাইট ধরে কলকাতা। তারপর দিনই বম্বে হয়ে বস্টন।

-- তাহলে কি করে হবে।

আরও কিছুদূর যাওয়ার পরে কালিস দুটো বাঁদিকের পথে ঢুকে গেল। টিয়া ওপেলের স্পিড কমিয়ে দিল। গাড়ি দুটো এমনিতেই আস্তেই যাচ্ছিল, সেকেন্ড গিয়ারে, টিয়া

গাড়ি ফার্স্ট গিয়ারে করে দিল। তারপর বলল, এই ট্রিপটা বড় ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে যাচ্ছে, ওদের একটু ভড়কি দিই ?

ভড়কি ?

সেটা কি জিনিস ?

টেনশন বোঝেন তো ?

তা বুঝি।

ওদের একটু টেনশন দিই। একটু কেন ? একটু বেশিই দিই। ওরা তো কাঁই-মাঁই করবেই গার্ডগুলোও কান্নাকাটি করবে। ওদের চাকরিও যেতে পারে।

বলতে বলতেই টিয়া গাড়ির স্টিয়ারিং ডান দিকে ঘুরিয়ে ডান দিকের রাস্তাতে ঢুকে গেল। ওরা যেদিকে গেল তার একেবারে উল্টো দিকে।

রুদ্রপলাশ বলল, কোথাও কোনও রোড-সাইনস নেই, পথ হারিয়ে যাবে না তো ? হারিয়ে গেলে ওরা আমাদের খুঁজে পাবে কী করে ?

-- পাবে না। যারা ইচ্ছে করে হারিয়ে যায় তাদের খুঁজে পাওয়া কি সোজা ?

-- পরে বাংলোতে ফিরতে পারবেন তো ?

না পারলেই বা কি ?

'আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী/ পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি'। পড়েননি রবীন্দ্রনাথ ?

www.BanglaBook.org

সরি। না। তবে রবিঠাকুরের জনগণমন গানটা জানি।

অন্য কোনও রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেননি ?

সরি। বিশেষ নয়।

আপনার একটাই জীবন। জীবনটাই বৃথা নষ্ট হল।

তাই ?

অবশ্যই তাই।

তারপর বলল, চলুন আপনাকে আন্ধারপানিতে নিয়ে যাব। হানি-মুনিং কাপলস অথবা প্রেমিক-প্রেমিকাদের আইডিয়াল ডেস্টিনেশন। দিনের বেলাতেই গা ছম ছম করবে আর রাতের বেলাতে তো ভূত-পেত্নীর আড্ডা।

রুদ্রপলাশের মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, যা বলেন আপনি।

টিয়া বলল, আমার হাতে স্টিয়ারিং আমি যা বলব, তাই তো হবে।

আপনি খুব ডেঞ্জারাস মহিলা টিয়া। আপনাকে যে বিয়ে করবে সে মহা বিপদে পড়বে।

ভয় নেই। আপনাকে বিপদে ফেলার কোনও মতলব আমার নেই। তাছাড়া, আমার স্বামী একজন গোঁফওয়ালা জবরদস্ত আই পি এস অফিসার। এখন ডি আই জি। তবে যে কোনওদিন আই জি হবে।

আপনার বিয়ে হয়ে গেছে ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কবে। কেন, আপনাকে কেউ কি বলেছে যে আমি কুমারী ?

সোজাসুজি বলেনি ; তবে আকারে ইঙ্গিতে ...

যারা বলেছে তারা তো আপনার সঙ্গে বদ-রসিকতা করেছে। ভারি অন্যায়।

তবে আমাদের দুজনকে এক গাড়িতে তুলে দিল যে !

হয়তো সে পরকীয়া করার জন্যে। ম্যান-ইটার হিসেবে আমার বেশ বদনাম আছে।

-- ম্যান ইটার বাঘ হয়। লেপার্ড হয়। আপনি বলছেনটা কি ?

ঠিকই বলছি। মহিলাও হয়। চলুন না আন্ধারপানি। শুকনো পাতা আর ফুলের বিছানাতে ...

আমাকে আপনার অপছন্দ ? গাছে গাছে পাখি ডাকবে, রংবেরঙের প্রজাপতি উড়বে আর আমরা দুজনে জমিয়ে ... বলতে পারেন, আমি আপনাকে জংলী কুকুরের মতো চোব্য-চোষ্য করে খাব।

রুদো কাঁদো কাঁদো গলাতে বলল, এখানে মোবাইলেরও টাওয়ারও নেই। ওদের যে জানাব আমি হারিয়ে গেছি তারও উপায় নেই। বড় বিপদেই পড়লাম যা হোক। আপনি বড় সাংঘাতিক মহিলা।

-- টাওয়ার থাকলে তো লাভ হত না। আমি আপনাকে এমন জায়গাতে লুকিয়ে রাখব যে কেউই খুঁজে পাবে না।

-- ঘাবড়ে গিয়ে রুদো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে তুতলে বলল, কো-কো-কোথায় ?

www.BanglaBook.org

-- টিয়া দুষ্টু হাসি হেসে বলল, ডার্লিং। আমার দুটি উরুর মধ্যে।

-- আপনি না, রিয়ালি, আমেরিকান মেয়েরাও আপনার কাছে শিশু। আপনি একজন হান্টারওয়ালি।

-- দেখছি, আমেরিকা আপনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পৃথিবীতে আমেরিকা ছাড়া আর কি কোনও দেশ নেই ? কত বছর আছেন আপনি ওদেশে ?

তা বছর পনেরো হতে চলল।

সেখানে বিয়ে করার মতো কোনও দিশি-বিদেশি মেয়েই পেলেন না ? মরতে, এই মহারাষ্ট্রের জঙ্গলে এলেন।

-- সময় পাইনি। কেরিয়ার-বিল্ডিং-এ জীবনের সমস্ত সময় চলে গেল।

যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না ? জীবিকাটা জীবনের জন্যে প্রয়োজন জীবিকার জন্যে জীবন নয়। এত বছর ধরে অব্যবহারে আপনার শরীরের যন্ত্রপাতিও সব নিশ্চয় খারাপ হয়ে গেছে। এতদিন পরে কাজ কি করবে ? যাকগে এই আপনার সুযোগ। আন্ধারপানিতে পরখ করে দেখুন কাজ করে কী না !

-- ছিঃ। কী বলছেন আপনি !

-- খারাপটা কি বললাম। যে দেশের প্রেসিডেন্ট অফিসে বসে লিঙ্গ লেহন করান এবং তারপরেও যাঁর মানসম্মান অটুট থাকে, সে দেশের নাগরিক হয়ে আন্ধারপানির মতো জায়গাতে আমার মতো ইচ্ছুক মহিলাকে বড় আদর করতে আপনার এত দ্বিধা কিসের ?

-- নাঃ। সত্যিই আপনি ডেঞ্জারাস। এমন মেয়ে দেশে যে আছে তা আমার ধারণারও

www.BanglaBook.org

বাইরে ছিল।

-- আপনি শেক্সপিয়ারও পড়েননি ? দিশি রবীন্দ্রনাথ না হয় নাই-ই পড়লেন। ‘দেয়ার আর মেনি থিংগস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ, হোরেশিও, হুইচ ইওর ফিলসফি এভার ড্রেমট অফ’ বা ওইরকম কিছু। আমার উদ্ধৃতি ভুলও হতে পারে।

আস্তে গাড়ি চালিয়েও মিনিট পনেরোর মধ্যে ওরা আন্ধারপানিতে পৌঁছে গেল। পথের দুপাশে বড় বড় গাছ। নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন জায়গা। সামনে একটু জল আছে। তার ওপরে বাঘ এবং অন্যান্য ভয়াবহ জন্তু দেখার ও ছবি তোলার জন্যে একটি সিমেন্ট বাঁধানো ‘হাইড’ আছে সামনের পাহাড়ে।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে নামল টিয়া বলল, নামুন স্যার। জঙ্গলে যদি সাপ বা বিছের ভয় করে, তবে গাড়ির পেছনের সিটেও ঘটনাটা ঘটানো যেতে পারে। ওপেলতো কমফর্টেবল গাড়িই। আমাকে যা আজ্ঞা করবেন, তাই করব। তবে ছোটটার জন্যে মনটা হঠাৎই খারাপ লাগছে।

-- রুদো অবাকের পর অবাক হচ্ছে। তার সহ্য শক্তি ক্রমশই নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। মুখ-চোখের অবস্থা শোচনীয়। সে আবারও তুতলে বলল, ছো-ছোটটা মানে ?

-- মানে, আমার ছোট মেয়ে।

-- আপনার বাচ্চাও আছে নাকি ?

-- একী ! সঞ্জীবদারা তো খুবই খারাপ লোক। এমনকি বেণুদা-জয়াদিরাও বলেনি ?

এমনকি ঝিনুকদিও নয় ?

না তো।

www.BanglaBook.org

শুনুন, আসলে পাত্রী আমার ছোট বোন রিয়া। সেও স্টেটসে আপনার শহরে বস্টনেই থাকে। আমরা যমজ বোন। আমাকে দেখে আপনার ভাল লাগলে ওকেও ভাল লাগবে। তারপর ওর সঙ্গে ওখানেই আলাপ করে নেবেন।

তারপর বলল, আমার দুই মেয়ে। বড়জনের বয়স সাত আর ছোটটার আড়াই। সেই আমাকে খুব মিস করে। বড় তো প্রায় স্বাবলম্বীই হয়ে গেছে। নিজেই নিজেকে দেখতে পারে।

-- কত বছর বিয়ে হয়েছে আপনার ?

-- সাত বছর হল।

-- সাত বছর ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ।

বলল, রুদ্রপলাশ।

এবারে বলুন, নামবেন না, গাড়িতেই ?

চলুন। ফেরা যাক। ওরা চিন্তা করবে খুউব।

নার্ভাস গলাতে রুদ্রপলাশ বলল।

ওরা আপনাকে মিথ্যে বলে, এমন হয়রানি করালো তা ওদের একটু শিক্ষা দিতে হবে না ?

ভুগুক টেনশনে। মাথায়, অমৃতাঞ্জন ঘষুক।

এমন সময়ে দেখা গেল কালিস গাড়ি দুটো আসছে আন্ধারপানিতে। সেকেন্ড গিয়ারে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়, একেবারে টপ গিয়ারে, ধুলো উড়িয়ে।

গাড়ি দুটোকে দেখে রুদ্রপলাশের ধড়ে প্রাণ এল। টিয়া বলল, গাড়ি থেকে নামুন। ওদের কাছে জবাবদিহি চান, কেন আপনাকে এসব মিথ্যে কথা বলল। ওঁরা কি বলেছিলেন যে আমি এলিজিবল স্পিনস্টার, আমার সঙ্গে আপনার বিয়ে হতে পারে। ছিঃ ছিঃ কী অন্যায় বলুন তো। আমার স্বামীকে বলে আমি এঁদের অ্যারেস্ট করাব।

রুদ্রপলাশ ওপেল গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার পরে ওঁদের সঙ্গে রুদ্রপলাশের কী কথোপকথন হল তা টিয়ার জানার উপায় ছিল না। তবে সে আর ওপেলে ফিরে এল না, একটি কালিস-এই গিয়ে উঠল। বেণুদা তাঁর প্রিয় গাড়িতে ফিরে এসে স্টিয়ারিং-এ বসল। টিয়াকে প্রদীপদা, গাঙ্গুলি এবং মৈত্র দুজনেই, তাপসদা এবং সঞ্জীবদা নানা প্রশ্ন করলেন। টিয়া বলল, ওঁকে জিগ্গেস করুন। মানুষটার মৎলব মোটেই ভাল ছিল না। এই আন্ধারপানিতে আসার পর আমাকে আদর করার মতলবে ছিলেন। ছোট আদর নয়, বড় আদর। ভাগ্যিস আপনারা সময়মতো এসে গেলেন।

টিয়ার কথাতে ওঁদের বাকরোধ হয়ে গেল। রুদ্রপলাশের তো বাক-রোধ আগেই হয়ে গেছিল। তাকে হয়তো বেতাল পঞ্চবিংশতির ভাল্লুকের থাপ্পর-খাওয়া রাজারই মতো বাকি জীবন স-সে-মি-রা, স-সে-মি-রা বলেই কাটাতে হবে।

কালিস দুটো ঘুরিয়ে ওরা ফেরার পথ ধরার পরে বেণুদা গাড়ি স্টার্ট করে বলল, কী হয়েছিল টিয়া ?

কিছু তো হয়নি। আপনাদের তো বললামই কী হয়েছিল। এখন ওঁকে জেরা করে ওঁর মুখে থেকেই শুনুন। আমার কিছু বলার মতো অবস্থা নেই।

বেণু গাঙ্গুলি হতবাক হয়ে টিয়ার মুখে একবার তাকালেন। বললেন, এমন আনফরচুনেট ঘটনার পরে আমার মনে হয় ‘নিলয়’-এ ফিরেই রুদ্রপলাশকে নিয়ে আমাদের ফিরে যাওয়াই উচিত, মানে আমার গাড়িতে যাঁরা এসেছিলাম। তোমরা থাকো, এনজয় করো, বিকেলে আবার জঙ্গলে এসো। আই অ্যাম রিয়ালি সরি টিয়া।

www.BanglaBook.org

একজন অ্যাকমপ্লিশড রেসপেক্টেবল এন আর আই যে অমন বিহেভ করবে তোমার সঙ্গে কী করে বুঝব। ম্যাচ-মেকিং করতে এসে এমন বিপদে কেউ পড়ে। জীবনে আমি আর ম্যাচ-মেকিং-এর মধ্যে নেই।

টিয়া বলল, না থাকাই ভাল। আমার হাত-পা এখনও কাঁপছে। বিয়ে করার ইচ্ছেই আমার উবে গেছে।

বেণুদা বলল, ন্যাচারালি।

ওরা সত্যি সত্যিই ব্রেকফাস্টের পরে নাগপুরের দিকে রওনা হয়ে গেল। সকলে মিলে ক্যান্টিনে গিয়ে নাস্তা করল। নাগপুর থেকে আনা নানারকম ফল ছিল।

তাপস সাহা বড় দয়ালু। সে সেই একলা পুরুষ নীলগাই রাজাকেও ফল খাওয়ালো। আঙুর, আপেল, কলা ইত্যাদি। রুদ্র গিয়ে দাঁড়াল তাপস-এর কাছে। ওর মনে হচ্ছিল, ও ওই রাজারই মতো সেই একলাই। না ঘরকা, না ঘাটকা। তাকেও বোধহয় ওই রকম একা-একাই কাটাতে হবে জীবন।

ব্রেকফাস্টের পর কালিস দুটো ফিরে গেল। ওরা গল্পগুজব করবে, চান করবে তারপর বরফে রাখা বিয়ার খাবে। জিন ও ভদকাও এনেছে। তারপর বিকেল ঠিক চারটের সময়ে আবার জঙ্গলে বেরিয়ে পড়বে। গাইডরা বলছিল, বিকেলে হয়তো বড় বাঘ দেখাতে পারবে -- একটি বিশেষ রাস্তাতে বাঘ দেখা যায় বিকেলে। আন্ধারপানিতেও যাবে একবার। ওখানে গেলে সকলেই নাকি বাঘ দেখে বিকেলে। বাঘ জল খেতে আসে।

জয়ার চলে যাওয়ার ইচ্ছে আদৌ ছিল না। নাগপুরে ফিরলেই তো সেই সংসার, খাড়া বড়ি থোর আর থোর বড়ি খাড়া। বেশ মজা করা যেত দুটো দিন। রুদোর উপরে রাগ

হচ্ছিল। ও জয়ার এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠার ছেলে। ওঁরা বরাবর কলকাতাতেই থাকতেন। বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। জ্যেঠিমা মাসে মাসে চিঠি লিখতেন, আজকাল

www.BanglaBook.org

মোবাইলে ফোন করেন। তাঁরই পিড়াপিড়িতে টিয়ার কথা মনে হওয়ায় জ্যেঠিমাকে বলেছিলেন। তাই ...

জয়া চুপচাপ বসেছিল। ঝিনুক ভাবছিল, ভালই হল। ওর গুরু কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পেটে ক্যানসার ধরা পড়েছে। তিনি চিকিৎসার জন্যে মুম্বইতে আসবেন তখন ঝিনুকের আসতে হবে তাঁর দেখাশোনার জন্য। কুমারপ্রসাদ নিঃসন্তান এবং বৌদির বয়স হওয়া ছাড়াও খুবই অসুস্থ। ও না থাকলে মেয়েটারও দেখাশোনার অভাব হয়। ব্যস্ত মেডিক্যাল রিসার্চার কৌশিক সত্যিই ব্যস্ত থাকে।

হঠাৎ বলল, আপনারা এটা কী করলেন বেণুদা ?
কী করলাম ?

ভদ্রমহিলা যে বিবাহিত তা তো বলেননি একবারও। তাঁর স্বামী পুলিশের ডি আই জি, দুটি মেয়ে আছে, তার বাবা চিফ কনসার্ভেটর অফ ফরেস্টস ছিলেন এসব কিছুই তো জানাননি আমাকে। ওঁকে পছন্দ হলে ওঁর যমজ বোনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন বস্টনে আমার মাওতো এসব কিছুই জানাননি আমাকে।

বেণু হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলল, চলো ওই সামনের দোকানে দোসা খাওয়া যাক, আর কফি। ক্যান্টিনে রুটি আর আলুর তরকারি মোটেই জমল না। তাছাড়া তুমি যে ধাঁধাটি দিলে, তার সমাধান গাড়ি চালাতে চালাতে করলে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে।

জয়া বলল, টিয়ার বাবা নাগপুরের একজন নামী উকিল ছিলেন। ওদের বাড়ি ছোটা ধানতলিতে, যেখানে প্রদীপদা এবং কলকাতা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস এবং এমন সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস শ্রী বিকাশ সিরপুরকারের বাড়ি কাছে। ফরেস্ট সার্ভিসেস-এ তিনি কোনদিনও ছিলেন না।

বেণু বলল, টিয়ার বিয়েই যদি হয়ে যাবে তবে আমরা এতজনে মিলে তোমার সঙ্গে

আলাপ করাতে এতদূরে নিয়ে আসব কেন ?

ঝিনুক বলল, টিয়া তো মাধবকাকার একমাত্র সন্তান। ওর আবার যমজ বোন কবে ছিল ?

জয়া বলল, টিয়া তো কোনওদিনও ড্রিঙ্ক করে না। তোমার দেখাদেখি সে গত রাতে পটাপট পাতিয়ালা পেগ মেরে দিল, তাও এক আশ্চর্য ব্যাপার।

ঝিনুক বলল, ওরা বলছিল বটে কিন্তু পাতিয়ালা পেগ কাকে বলে গো জয়াদি ?

আরে একসঙ্গে তিনটে বড় পেগ ঢাললে পাতিয়ালা হয়।

বলেই বলল, তাইতো রুদো ? নাকি ?

তাই।

কিন্তু তবে ?

টিয়ার মতো টেঁটিয়া মেয়ে আমি আর জীবনে দেখিনি, সাম্বারের মধ্যে পেপার দোসা ডুবিয়ে বলল বেণু।

জয়া বলল, তুমিই একটু চালিয়াৎ আছ রুদো। কাল রাতে গাড়ি থেকে নেমেই অমন বোল-চাল মারলে বলেই তো ক্ষেপে গেছিল টিয়া। চিরদিন তোমরাই মেয়েদের বোকা বানাবে আর মেয়েরা চিরদিনই মুখ বুঁজে দেখে যাবে তা তো হয় না। তোমাকে কেমন টাঙ্গ ইন কাউডাঙ্গ' করে দিলে বলতো ?

সেটা কী জিনিস ?

মানে বুঝলে তো ? ল্যাজে গোবরে আর কী !

ঝিনুক বলল।

BanglaBook.org

তারপরই বলল, ব্যাপারটা একটু বেশি নিষ্ঠুর হল।

রুদ্র পালিয়ে না গিয়ে লড়াই তো করতে পারত। টিয়ার চাঁদিয়াল ঘুড়িকে ওর পেটকাটি দিয়ে কাটতে তো পারত।

জয়া বলল, টিয়া লক্ষ লক্ষ বাঙালি মেয়ের হয়ে বদলা নিয়েছে রুদোর উপরে। বেশ করেছে। আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে।

রুদো বলল, আমি সকালে প্রায় কিছুই খাইনি, সব রাজাকে দিয়ে দিয়েছি। আমি আর একটা দোসা খেতে পারি ? কিন্তু মিনারাল ওয়াটারের বোতল চাই। দেশের জল আমার পেটে একেবারেই সহ্য হয় না।

জয়া বলল, দেশের মেয়েও নয়। কী বল ?

রুদ্রপলাশের ক্যান্টিনের সামনে একলা ঘুরে-বেড়ানো নীলগাই 'রাজা'র কথা বার বার মনে পড়ছিল।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG